ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 March, 2021 ■ আগরতলা, ৭ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২২ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এডিসি নির্বাচন ঃ কুল হারিয়ে আজ প্রার্থী তালিকা দেবে আইপিএফটি

আগরতলা, ৬ মার্চ।। এডিসি নির্বাচনে রাজনীতি-র পাশাখেলায় নতুন সমীকরণ দেখতে চলেছে রাজ্যবাসী। দর কষাকষি-তে এখন চাপের রাজনীতি শুরু করছে শাসক জোট শরিক আইপিএফটি। তাই, কূল হারিয়ে আগামীকাল এডিসি নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেবে এনসি দেববর্মা-রা। তবে, বিজেপি-র সাথে আলোচনার পথ খোলা রেখেই প্রার্থী দিচ্ছে আইপিএফটি, আজ এ-কথা জানিয়েছেন দলের সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা।

ফলে, এই ঘটনা-কে ঘিরে আজ রাতে আইপিএফটি সহ-সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা রবিবার সন্ধ্যা ছয়টায় সাংবাদিক সম্মেলন-র আমন্ত্রণ জানান। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে দলের সভাপতি বলেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ২৮টি আসনেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা দিচ্ছি। তবে, বিজেপি-র সাথে আলোচনা-র পথ বন্ধ করিনি। তাঁর কথায় প্রার্থী ঘোষণা হলেও বিজেপি-র সাথে আলোচনার পথ খোলা থাকবে। তবে, আসন রফা নিয়ে দুই শরিক ঐকমত্যে আসলে তবেই জোট বেঁধে এডিসি-তে লড়াই হবে, বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্যে, স্পষ্টভাবে কোন পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই বোঝা গেল না। তবে, এতটুকু নিশ্চিত প্রদ্যুতের সাথে আইপিএফটি-র কোন জোট হচ্ছে না। বরং প্রদ্যুতের সাথে হাত মিলিয়ে এখন বিজেপি-র কাছ থেকে আসন আদায় করতে পারছে না আইপিএফটি। এক্ষেত্রে কূল হারিয়ে অস্তিত্বের প্রশ্নে আইপিএফটি কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, দোলে বিভাজন দেখা দিয়েছে। সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট ফুটে উঠছে।

এই পরিস্থিতি-তে দাঁড়িয়ে এডিসি নির্বাচনে আইপিএফটি-র ভবিষৎ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। তাতে, বিজেপি-র সাথে দর কষাকষি কিংবা চাপের রাজনীতি আদৌ সফল হবে বলে মনে করছে না রাজনৈতিক মহল।

শানমুড়ায় যুবকে খুন অভিযুক্ত যুবক ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন শানমুরা এলাকায় এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।গত বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রাজধানীর পশ্চিম থানা এলাকার শানমুরায় বিধান দাস নামে এক যুবককে পিটিয়ে নিঃসংশ ভাবে হত্যা করেছিল দুই যুবক। এ ব্যাপারে আগরতলা পশ্চিম থানায় মামলা হয়।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত ক্রমে ইতিমধ্যে একজনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তার নাম টোটন দাস। ঘটনায় জড়িত আরও এক যুবক পলাতক। তাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। আটক যুবককে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে সদরের এসডিপিও রমেশ যাদব জানান গত বৃহস্পতিবার রাতে বিধান দাসকে দুই যুবক মিলে গামছায় টাইলসের টুকরো বেঁধে মাথায় বেধড়ক আঘাত করে। তাকে গুরুতর ভাবে আহত হয় বিধান দাস।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে আইজিএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

রাতেই জিবি হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। পূর্ব বিরোধের জেরে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।নিহত যুবকের পরিবারের অভিযোগ মূলে পুলিশ মামলা গ্রহণ করে একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঘটনায় জড়িত অপর এক যুবক পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

পুত্রের হাতে পিতা খুন কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। পুত্রের হাতে পিতা খুন। ঘটনা উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগর পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে।সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এ ধরনের সামাজিক অবক্ষয়ের ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

এধরনের নির্মম হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানা এলাকার ব্রজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্রীকান্ত গৌড়কে হত্যা করেছে তার গুণধর মাতাল পুত্র রাম সিং গৌড়।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মসলা বাটার পাটা এবং লোহার রড দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করে পিতাকে নিঃসংশ ভাবে হত্যা করেছে গুণধর মাতাল পুত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এলাকাটি চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা। পরিবারে বৃদ্ধ পিতা এবং স্ত্রী সহ রামসিং থাকতো। তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। উপর্যপরি নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে তার স্ত্রী কিছুদিন আগে বাপের বাড়িতে চলে গেছে। বাড়িতে ছিল পিতা পুত্র। রামসিং মদ্যপান করে শুক্রবার রাতে বাড়িতে এসে বাবার সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। এর জের ধরেই মাতাল পুত্র রামসিং তার বাবাকে হত্যা করেছে।

শনিবার সকালে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ব্রজেন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শংকর দাস ও এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানার পুলিশকে।ঘটনার খবর পেয়ে কদমতলা থানার পুলিশ এবং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশীষ দেব কর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডে জড়িত পুত্রকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।

এডিসি নির্বাচনে বামেদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা, বাদ বহু হেভিওয়েট, নতুন মুখ ১৭

আগরতলা, ৬ মার্চ (হি.স.)।। সম্ভবত ত্রিপুরায় সিপিএম-এ বৃদ্ধতন্ত্রের অবসানের সূচনা হচ্ছে এডিসি নির্বাচনে। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছে বামেরা। ১৭ জন নতুন মুখ ও চারজন মহিলা প্রার্থী নিয়ে আজ এডিসি নির্বাচনে ২৮টি আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। তাতে রঞ্জিত দেববর্মাদের মতো হেভিওয়েট নেতারা এবার প্রার্থী তালিকায় স্থান পাননি।

স্বাভাবিকভাবেই ত্রিপুরায় ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর বামেদের উপলব্ধি হয়েছে, কোনও কিছু আঁকড়ে ধরে রাখা উচিত নয়। পরিবর্তন সর্বদাই নতুনত্বের বার্তা বহন করে। ফলে, সিপিএম-এ বৃদ্ধতন্ত্রের অবসান হওয়া খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে তা অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। কারণ, গত এডিসি নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় নতুন মুখ ছিল মাত্র ছয়জন। এবার তা প্রায় তিনগুণ বেড়ে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৭। অবশ্য বামফ্রন্টের আহবায়ক বিজন ধরের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেছে, কর্মক্ষমতা বিচার করেই প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে যারা ভালো কাজ করেছেন, তাঁদের পুনরায় প্রার্থী করেছে বামফ্রন্ট।

স্বভাবতই, এ বছরও ঐতিহ্য বজায় রেখে আসন্ন এডিসি নির্বাচনে সবার আগে প্রার্থী ঘোষণা করল বামেরা। তাতে সিপিএম একা ২৫টি আসনে এবং শরিক দল সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লক এবং আরএসপি একটি করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে সিডিপিও অফিস খেরাও করল কংগ্রেস কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। প্রকৃত গরীব মানুষদের ভাতা না দিয়ে টাকার বিনিময়ে এবং বিজেপি নেতাদের কথা মতো ধনাঢ্য ব্যক্তিদের ভাতা দেওয়ায় কংগ্রেস কর্মীরা কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার বিদ্যাসাগর দেববর্মাকে চেম্বারে সকাল এগারোটা থেকে ঘেরাও করে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

শনিবার বেলা এগারোটা থেকে সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মাকে নিজ চেম্বারে রেখে পুরো অফিস ঘেরাও করে কংগ্রেস কর্মীরা। তারা সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মাকে উদ্দেশ্য করে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কৈলাসহর থানার পুলিশ এবং টি.এস.আর। দুপুর দেড়টায় কংগ্রেস কর্মীরা আরও উত্তেজিত হয়ে সিডিপিওকে রুমের ভিতরে রেখে তালাবন্ধী করে বিক্ষোভ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেসন গার্লস প্রাউটিস্ট'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। ১০ দফা দাবিতে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে গার্লস প্রাউটিস্ট ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। ভোগবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের উপর নির্যাতন দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সমাজে নারী জাতির মর্যাদা ও পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এবং শোষণমুক্ত আদর্শ সমাজ গড়তে গার্লস প্রাউটিস্ট ত্রিপুরা রাজ্য শাখা ব্যাপক প্রচার আন্দোলনে শামিল হওয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে শনিবার রাজধানীআগরতলা শহরে নারী জাগরণ মিছিল সংঘটিত করা হয়। মিছিল শেষে জেলা অফিসে গিয়ে জেলাশাসককে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ যোগ্য দাবি গুলির মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ বন্ধ করতে কঠোরতম আইন প্রণয়ন করতে হবে। নারী নির্যাতন ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।বিজ্ঞাপন, টিভি সিনেমায় নারীদের অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করা বন্ধ করতে হবে। পশ্চিমা যৌন উদ্দীপক অপসংস্কৃতি ও কুরুচিকর সাহিত্য প্রকাশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈয়াঢেপা সীমান্তে অনুপ্রবেশের সময় বাংলাদেশীসহ আটক চারজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। বিশালগড় মহাকুমার কইয়াঢেপা সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা একজন বাংলাদেশী এবং চারজন ভারতীয় নাগরিককে অনুপ্রবেশকালে সীমান্তে আটক করেছে।রাজ্যে অনুপ্রবেশের সময় একজন বাংলাদেশী নাগরিক সহ পাঁচ জনকে আটক করা হয় শনিবার।অনুপ্রবেশে রোধে বিএসএফ জওয়ানরা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে।সীমান্ত ডিঙিয়ে যাতে কোনভাবেই বাংলাদেশী নাগরিকরা প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শনিবার বিশালগড় মহাকুমার কইয়াঢেপা সীমান্ত এলাকায় এক বাংলাদেশী এবং চার ভারতীয় নাগরিককে অনুপ্রবেশকালে আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফের টহলদারী বাহিনী। যাদেরকে আটক করা হয়েছে তারা হল আলিনুর, বাড়ি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। অপর চারজন ভারতীয় নাগরিক। তারা হল মেলাঘর থানা এলাকার নকুল মালাকার , প্রিয়া মজুমদার , প্রানতোশ মহাজন"এবং প্রণব মিত্র। বিএসএফ জওয়ানরা তাদেরকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।

বিনা পাসপোর্টে বেআইনিভাবে অনুপ্রবেশ করার কারণে তাদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে মধুপুর থানার পুলিশ। একজন বাংলাদেশি নাগরিকএবং চারজন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে অনুপ্রবেশের সময় আটক করা হলেও তাদের কাছ থেকে আপত্তিকর কোন জিনিস পত্র করা যায়নি। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে তারা বাংলাদেশে আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল। বাংলাদেশী নাগরিক রাজ্যে বেড়াতেই আসছিল।

বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৮টি টারশিয়ারি ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। স্বচ্ছ ভারত মিশনে (আরবান) স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তোলার কাজে রাজ্যবাসীর মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে ২০টি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে নগর উন্নয়ন দপ্তর। আজ নগর উন্নয়ন দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের অধিকর্তা ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের তথ্য তুলে ধরেন।

অধিকর্তা ড. সন্দীপ এন মাহাত্মে জানান, স্বচ্ছভারত মিশনে (আরবান) উদ্দেশ্য হলো নগর ভারতকে উন্মুক্ত শৌচমুক্ত এলাকা গড়ে তোলা। পাশাপাশি শহর এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একশ শতাংশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাফল্য অর্জন করা। তিনি জানান,

গত তিন বছরে ২০টি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থায় স্বচ্ছভারত মিশনে ১৯ হাজার ৯৯৫টি ব্যক্তিগত শৌচালয় তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। ব্যাপক সংখ্যায় তৈরী করা হয়েছে কমিউনিটি এবং পাবলিক টয়লেট। স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টিতে ২০টি স্থানীয় স্বশাসিত সংস্থা বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। এরমধ্যে প্রায় ৭৫ হাজার বর্গ ফুট দেয়াল সৌন্দর্যায়ণ এবং সচেতনতামূলক চিত্রায়ণে ব্যবহার করা হচ্ছে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচকর্ম করা, উন্মুক্ত স্থানে মুত্রত্যাগ করা, থুতু ফেলা এবং প্লাস্টিক ব্যবহারের কুফল বিষয়ে সচেতন করতে এখন পর্যন্ত ১৩০ টি নাটক করা হয়েছে। স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে সচেতনতামূলক শ্লোগান সহ ৭৩টি রোড শো করা হয়েছে। ১৯২টি মহিলা পরিচালিত স্ব-সহায়ক দলের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে নগর এলাকার প্রায় সব বাড়ি থেকে। অধিকর্তা জানান, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য ১৮টি টারশিয়ারি ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আঠারভোলা এলাকায় স্কুলের বেহাল অবস্থা পঠন পাঠন ব্যহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার কিল্লা ব্লকের অন্তর্গত ১৮ ভোলা এলাকায় অবস্থিত বড় বাড়ি বিশ্ব চন্দ্র জুনিয়র বেসিক স্কুল টি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। ফলে পঠন-পাঠন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।রাজ্য সরকার এবং রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠার বন্যা বইয়ে দিয়ে থাকে বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার শিক্ষা উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

কেননা রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষজন এখনো শিক্ষার আলো থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। জনজাতিদের শিক্ষার তাগিদেই আঠারো ভোলা এলাকায় বিশ্ব চন্দ্রপাড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল১৯৭১ সালে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৮০ জন। শিক্ষক-শক্ষিকা রয়েছেন আটজন। এর মধ্যে প্রায়ই একজন শিক্ষক শিক্ষিকা নানা কারণে স্কুলে আসেন না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ এবং আসবাবপত্র নেই। মিড-ডে-মিল খাওয়ানোর মতো ডাইনিং রুম নেই। খেলাধুলার সামগ্রী নেই। খেলার মাঠে খেলাধুলা করার উপযোগী। বিদ্যালয়ের কোন বাউন্ডারি ওয়াল নেই।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পরিস্রুত পানীয় জলের।জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার স্কুলের বিভিন্ন সমস্যা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেতন না পেয়ে জিবি হাসপাতালে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরদের ধর্মঘট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। চার মাসের বকেয়া বেতনের টাকা না পাওয়ায় রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে কর্মরত বেসরকারি ডাটা এন্টি অপারেটররা কাজ বন্ধ রাখায় দূর দূরান্ত থেকে আসা রোগী সাধারণ শনিবার চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হন।রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বেসরকারি নিরাপত্তা এবং ডাটা এন্টি অপারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে।

ডাটা এন্টি অপারেটর সহ ৩৬ জন যুবক যুবতী গত চার মাস ধরে তাদের বেতনের টাকা পাচ্ছে না। ফলে তারা চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন।মাসে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ৭ ঘণ্টা কাজ করে চলেছে এসব ডাটা এন্টি অপারেটররা। যদিও এত কম বেতন বোকারো তে কোথাও নেই। তদুপরি বেকারত্বের চালায় তারা এখানে কাজ করে চলেছে। অনেকেই ১০/১২ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা কাজ করেছে।কিন্তু যে কোম্পানির হাত ধরে তারা এখানে কাজে যোগ দিয়েছে সেই কোম্পানি তাদেরকে নিয়মিত বেতনের টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে না বলে অভিযোগ।

চার মাসের বেতনের টাকা তারা পাওনা রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সংসার প্রতিপালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে।কাজ বন্ধ করে দেওয়ার আগে তারা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছে। শুক্রবার এর মধ্যেই তাদের বেতনের টাকা একাউন্টে ঢুকে যাবে বলে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুযায়ী টাকা না পাওয়ায় বাধ্য হয়েই শনিবার থেকে তারা কর্মবিরতি পালন করে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বকেয়া বেতনের টাকা না পাবে ততক্ষণ তারা কাজ বন্ধ রাখবে বলেও জানিয়েছে।ডাটা এন্টি অপারেটর কাজ বন্ধ রাখার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে আসা রোগীরা ব্যবস্থাপত্রের টিকিট কাটতে পারেনি। তাদেরকে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। তাতে তাদের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

বনকুমারীতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মার্চ।। রাজধানীর যোগেন্দ্রনগর বনকুমারি নাথ পাড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম নারায়ন রায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বেশ কিছু বছর পূর্বে নারায়ন রায়ের স্ত্রী মারা যায়। তারপর থেকে এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন। এক মাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। একমাত্র ছেলেকেও বিয়ে করিয়েছেন।

ছেলে আবার সরকারী কর্মচারী। ছেলের বৌ-র সাথে নারায়ন রায়ের প্রায় সময় বাক যুদ্ধ হতো। এরই মধ্যে নারায়ন রায়ের ছেলে বোনকে ফোন করে জানায় বাবার অবস্থা ভালো নয়। এই সংবাদ পেয়ে নারায়ন রায়ের মেয়ে বাপের বাড়িতে ছুটে আসে। বাপের বাড়িতে এসে মেয়ে দেখতে পায় তার বাবা ঘরের বারান্দায় ফাঁসিতে ঝুলছে। এমনটা জানান মৃতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে আইসিপির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী ৯ মার্চ

আগরতলা, ৬ মার্চ (হি.স.) ।। আরও একটি মাইল ফলক পার করা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। আগামী ৯ মার্চ দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমে অত্যাধুনিক ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি)-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের তিন বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সে আইসিপি-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। সে মোতাবেক প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া। মূলত, আগামীদিনে সাব্রুম শহর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে, সবচেয়ে আধুনিক আইসিপি স্থাপনে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এ-বিষয়ে আগরতলা ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি-র ম্যানেজার দেবাশিস নন্দী জানান, আগামী ৯ মার্চ সাব্রুমে আইসিপি-র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। তাঁর কথায়, ওই আইসিপি-র খরচ হবে। তিনি জানান, প্রায় ৫০ একর জমিতে আইসিপি স্থাপন

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের প্রস্তুতি চলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সে আইসিপি-র পরিকাঠামো নির্মাণে ১৪২ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। তাছাড়া, জমি অধিগ্রহণে ৯১ কোটি টাকা করা হবে। তাঁর দাবি, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সবচেয়ে বড় আইসিপি স্থাপিত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৪৬ ▫ ৭ মার্চ ২০২১ ইং ▫২২ ফাল্গুন ▫ রবিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

চাকরির ললিপপ

নির্বাচন আসিলেই নেতা মন্ত্রী বিধায়করা বেকারদের চাকরীর ললিপপ দেখিয়ে ভোট আদায়ের কৌশল নেন। নির্বাচনী বৈতরণী পার হইয়া গেলে তাহারা সমস্ত প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যান।বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার আগে বেকার যুবক যুবতীদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহারা ক্ষমতায় আসিলে রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। কিন্তু আশায় গুড়ে বালি। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসিয়াছে তিন বছর অতিক্রান্ত।বেকারদের কর্মসংস্থান তো দূরের কথা বেকারদের রীতিমতো নিরাশ করিয়াছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বলিয়াছেন আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেকারদের চাকরি এবং ঋণের মঞ্জুরিপত্র নাও হইতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে রীতিমতো হতাশ বেকার যুবক যুবতীরা। শুধু ত্রিপুরাতে নয়, গোটা দেশ জুড়িয়া বেকারত্বের হার দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ কর্মসংস্থােনের সুযোগ কমিতেছে। তাহাতে জটিল সমস্যায় পড়িয়াছে যুব সমাজ।রাজনৈতিকক দল এবং নেতা-নেত্রীদের প্রতিশ্রুতি খেলাপের ঘটনা দিনের-পর-দিন বাড়িয়া চলিতেছে। বিশেষ করিয়া দেশের বেকাররা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হইতেছেন।বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে।কিন্তু নির্বাচনের বৈতরণী পার হইয়া যাইবার পর তারা সেই সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলিয়া যায়।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের কার্যকলাপ প্রতারণার শামিল।বেকার সহ জনসাধারণের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নেতারা এ ধরনের প্রতারণা করিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না।এটাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নির্বাচন উপস্থিত হইলেই নেতা-নেত্রীরা হরেক প্রতিশ্রুতি দিবেন, তাহা প্রায় আলো-বাতাসের ন্যায় স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। শেষ অবধি তাঁহারা সেই প্রতিশ্রুতি রাখিবেন না, তাহাও একই রকম স্বাভাবিক। এই অন্যায় আচরণটি মানুষ অগত্যা মানিয়া লইয়াছেন বুঝিয়াছেন, ইহা কথার কথা। কয়জনইবা জানিতে চাহিয়াছেন, বৎসরে এক কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির কী হইল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও একাধিক বার কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। নেতারা যেমন কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেন, এবং ভাঙেন। মৌখিক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কোনও ফারাক খাতায়-কলমে প্রতিষ্ঠা করা মুশকিল, কারণ তাহাতে কোথাও কোনও আইনি অঙ্গীকার নাই। আইনি বিচারে মৌখিক প্রতিশ্রুতির মূল্য সম্ভবত কানাকড়িও হইবে না। কিন্তু, মানুষের মন এই ভাবে বিচার করে না। বহু সাধারণ মানুষই এখনও রাষ্ট্রের সহিত রাজনৈতিক দল বা তাহার নেতাদের পৃথক করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নহেন। ফলে, অনেকেই ভাবিয়া লইতে পারেন জিতিয়া আসিলে সত্যিই কর্মসংস্থান করিবে। অর্থাৎ, যাহা বলিতেছে, মানুষের নিকট তাহা অনেক বেশি সত্যি হিসাবে প্রতিভাত হইতে পারে। তাহাতে লাভ বিলক্ষণ। সুতরাং, প্রচারকৌশল হিসাবে ইহা তাৎপর্যপূর্ণ, তাহাতে সংশয় নাই।প্রশ্ন হইল, তাহা নৈতিক কি না। ইহার মধ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার যে অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা রহিয়াছে, তাহা সম্ভবত সমাপতন হেন। নেতাদের মুখের কথার তুলনায় ইশতেহারের গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কেহ বলিতেই পারেন, যে জনগণের উপর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় শাসক নির্বাচনের ভার ন্যস্ত, তাহা এমন বিবেচনাহীন হইবে কেন? নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমাত্রেই যে ভঙ্গুর, এবং এই ক্ষেত্রে যে দলের ফারাক নাই এই কথাটি মানুষ অভিজ্ঞতায় বুঝিবেন না কেন? নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিতে মানুষ বিশ্বাস করিবেন কেন?

প্রশ্নগুলিকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু, বেকারের পরিসংখ্যান জোগাড় করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে সরকারি ভাবটি আছে, তাহা যে হেতু বহু মানুষের মনেই বিভ্রম সৃষ্টি করিতে পারে, অতএব তাহাকে পৃথক করিয়া দেখাই বিধেয়। শুধু মানুষের মন ভুলানো নহে, তাহাদের বিভ্রান্ত করিবার প্রচেষ্টাটিকেও পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা বিধেয়। বিশেষত, ত্রিপুরা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে বেকারত্বের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি, কাঠামোগত এবং তীব্র। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে সমস্যাটি কখনও রাজ্যের পিছু ছাড়ে নাই কোনও সরকারই তাহার সম্পূর্ণ সমাধান করিতে পারে নাই। এমন একটি সমস্যাকে হাতিয়ার বানাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের মনে বিভ্রম সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। এই প্রচার আইনের গণ্ডি লঙ্ঘন করে কি না, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু, ইহা নৈতিকতার লক্ষ্মণরেখা পার করিয়াছে। মিথ্যা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি প্রদানের যে অন্যায়টি সব দলই করে তাহা অন্যায়তর। বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়ে প্রত্যেক সরকারকেই সময় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। শুধুমাত্রর সরকারি চাকরীর উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। বিকল্প কর্মসংস্থানের পথ বাহির করিতে হইবে। শুধুমাত্র নির্বাচন আসিলে প্রতিশ্রুতি দিয়া নির্বাচনের পর তাহাা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে।

মনিরুল বিরোধী পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর লাভপুরে

লাভপুর, ৬ মার্চ (হি. স.) : বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের দেওয়ালে মনিরুল বিরোধী পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য।এই পোস্টার সামনে আসতে অস্বস্তি বেড়েছে জেলার বিজেপি নেতৃত্বের।যদিও বিজেপির দাবি এই ঘটনা তৃণমূলের চক্রান্ত। অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল পাল্টা দাবি বিজেপি গোষ্ঠী কোন্দলের কারনেই এই ঘটনা।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, শনিবার সাত সকালেই লাভপুর পেট্রল পাম্প সংলগ্ন এলাকায় থাকা বিজেপি-র কার্যালয়ে দেওয়ালে দেখা যায়, কেউ বা কারা মনিরুল বিরোধী পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। সেখানে লেখা, 'খুনি মনিরুল হঠাও, বিজেপি বাঁচাও'। নীচে লেখা, 'লাভপুর বিজেপি সাধারণ কর্মীবৃন্দ'। লাভপুর বিজেপির সাধারণ কর্মীবৃন্দ নামাঙ্কিত এই পোস্টারে দাবি করা হয়েছে, 'খু'নি মনিরুল হটাও বিজেপি বাঁচাও'। কোন পোস্টারে আবার লেখা রয়েছে, 'প্রাইমারী চাকরির নামে বেকারদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটের মনিরুল তোমায় মানছি না মানবো না', অন্য পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'মনিরুল মুক্ত লাভপুর চাই'। আর বিজেপির দলীয় কার্যালয়ের গায়েই এমন পোস্টার স্বাভাবিকভাবেই মনিরুল বিরোধীরা নানান প্রশ্ন তুলছে। প্রসঙ্গত, মনিরুল লাভপুর থেকে ২০১১ এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হন। ২০১৮ সালে তৃণমূল ছেড়ে তিনি যোগ দেন বিজেপি-তে। কার্যত তখন থেকেই শুরু হয় জল্পনা।সেই সময়ই দলের অন্দরেই অনেক বিজেপি নেতা মনিরুলের বিরোধিতা করতে শুরু করেন।এমনকি প্রকাশ্যে সংবাদ মাধ্যমে মন্তব্য করেন জেলা নেতৃত্ব।ফলে নতুন দলে যোগদান করলেও যথেষ্ট চাপে ছিলেন তিনি। এর পর দীর্ঘদিন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অন্তরালে ছিলেন। তবে হঠাৎ বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাকে বৈঠক সারতে দেখা যায় রাজ্য বিজেপির সদর দপ্তরে।এমনকি বীরভূমে এসেও সাংবাদিক সন্মেলন করে অনুব্রত বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি।ভোটের আগে এমন প্রত্যাবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা শুরু হয়েছে, মনে করা হচ্ছে প্রার্থী হিসাবে তাঁর অথবা তাঁর পরিবারের কোন সদস্যের নাম উঠে আসতে পারে।রাজনৈতিক মহলের মতে ভোটের আগে এই পোস্টার সেই অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে প্রকাশ্যে আনল বলে অনুমান করছেন অনেকেই।

যদিও বিজেপি-র লাভপুর মণ্ডল সভাপতি বিকাশ আচার্যের দাবি, 'পরিকল্পনা করেন তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। রাজ্য নেতৃত্বের পাশাপাশি আমরা তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে দলে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু বিজেপি-র এই অভিযোগ খারিজ করে বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান।তিনি বলেন, 'আমরা তো গাঁজা খাই না। ওরা গাঁজা খেয়ে নিজেদের দলের দ্বন্দ্ব ঢাকতে এই সব মিথ্যা কথা বলছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল

কাঞ্চন বসু

বেশ কয়েক বছর আগে এক আড্ডায় আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আনি গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল দেখেছি কিনা? স্বাভাবিকভাবেই উত্তর ছিল না। প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার গন্‌গনিতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল অবস্থিত। অতঃপর আর দেরি করার কোনো কারণ থাকে না। এক শীতের রাতে হাওড়া থেকে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে চড়ে রাত সাড়ে তিনটার সময় পৌঁছলাম গড়বেতা স্টেশনে। ট্রেন থেকে নেমে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম স্টেশনের ওয়েটিং হলে। ভোর চারটের সময় একটি চায়ের দোকান খুলছে দেখে এগিয়ে গেলাম চায়ের স্টলের দিকে। দেখেই বুঝলাম বহু পুরনো এই স্টল। চা পান করতে করতেই জানলাম এটি প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন ।ব্রিটিশ আমলে তৈরি। ব্রিটিশ আমলের একটুকরো ভারতের সাক্ষী যেন। সকাল ছ'টায় একটা টোটো ধরে রত্তর হলাম গন্‌গনির উদ্দেশ্যে।

গড়বেতা খুব প্রাচীন শহর। সেই মহাভারতের যুগেও ছিল এই শহরের উপস্থিতি। সেই সময় এর নাম ছিল বকন্দ্বীপ। কথিত যে বকাসুরের রাজত্ব ছিল এখানে, তাঁর নামানুসারের নাম ছিল বকদ্বীপ। পরে ভীম বকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষঞ দ্বারকা থেকে স্বয়ং এইখঅনে আসেন বীমকে অভিনন্দন জানাতে, আর যুধিষ্ঠির এই জায়গার নাম রাখেন বেত্রবতী। যুধিষ্ঠির এই জায়গায় শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তিও তৈরি করেন যা বর্থমানে কৃষ্ণজিউ মন্দির রূপে খ্যাত। তারও পরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এখানে তাল বেতাল এর সাধনা করেন। এই বেতালের নাম অনুসারে মহারাজা বিক্রমাদিত্য এই জায়গার নাম রাখেন বেতা। এরপ বিক্রমাদিত্যরই এক বংশধর কুমারগুপ্তের এক রাজকর্মচারী এখানে একটি শহর তৈরি করে তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি গড় বা ফোর্ট তৈরি করেন। গড়ের চারিদিকে চারটি দরজা---উত্তরের দিকেন নাম লাল দরজা দক্ষিম দিকের নাম পেশা পূর্বদিকের নাম রাহুত ও পশ্চিম দিকের নাম হনুমান দরজা। শহরটি সম্পূর্ণ তৈরি হওয়ার পর নাম হয় বেত্রগাড় যা লোক মুখে আজ গড়বেতায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ভোরলেবলায় নির্জন রাস্তা ধরে টোটো প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। শান্ত পরিবেশ---কানের যে কী শান্তি আর ভাল লাগছে একটি পাখির একটানা শিস এবং বিভিন্ন পাখির কলতান শুনে। যদিও মন বলতে শুরু করেছেন গন্‌গনি। পাকা রাস্তা থেকে নমে রাঙামাটির আঁকাবাঁকা পথ দু'পাশেই কাজুবাদাম, শাল, পিয়াল, সেগুনের সবুজ জঙ্গল নিয়ে 'প্রায় লালবর্ণ। কাজুবাদামের গাছ বর্থি হয়ে রয়েছে। নিস্তব্ধ, নির্জনতার সঙ্গে আমার বিস্ময় মন। অবশেষে রাঙামাটির জঙ্গল পথ শেষ। নামলাম টোটো থেকে।

বাঃ অপূর্ব! দুই চোখে মুগ্ধতা। সত্যিই

বায়ু নদীর পাড়ের উচ্চতায় কত সুন্দর কারুকার্য তৈরি করে রেখেছেন। কত হাজার বছর ধরে প্রকৃতি এই কারুকার্য গড়েছে জান নেই। অনেকটা নিচ দিয়ে এখানে বয়ে চলেছে শিলাবতী নদী, যদিও বেশিরভাগ চড়া, তবুও জলের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে। শিলাবতীকে কথ্য ভাষায় 'শিলাই' বলা হয়। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের একটা ছোট্ট নদী যার উৎপত্তি পুরুলিয়ার 'পুঞ্চা' শহরের এই উচ্চভূমি থেকে। এই নদী পুরুলিয়া, বাঁকুড় ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বন-প্রান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অনেকগুলি উপনদীর মিলিত ধারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটালের কাছে দামোদর নদের কাছে মিশেছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা দিয়ে প্রবাহিত এই নদীই সৃষ্টি করেছে গন্‌গনি'র। বর্ষার জলে শিলাবতীর পাড় ধুয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক অনবদ্য শিল্পকর্মের। সেই শিল্পকর্ম দেখার জন্য বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম শিলাবতীর পাড়ে। ঝলমনে আবহাওয়া। ঘন নীল আকাশ যেন এখটু বেশিই নীলাম্বরী। এক জায়গায় গাঢ় লাল রাঙামাটির অংশ দেখতে একদম একটা শুঁড়ওয়ালা হাতির মাথা। চলচে চলতে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম---মানুষের অবয়ব, কোনও দেবদেবীর মূর্তি, মন্দিরের আদলে গড়ে ওঠা প্রকৃতির অপরূপ ভাস্কর্য। বিস্ময়ভরে দেখালা প্রকৃতির গড়া অপূর্ব শিল্প নিদর্শনের দিকে, একটু উদাসীভাবেই পাশের ইউক্যালিপটাস গাছটার দিকে তাকলাম---বাহঃ কী সুন্দর দেখতে একটা মাছরাঙা বসে আছে। যেন মনে হচ্ছে বসে ডুলছে কী বাহির বর্ণ তার আকাশি রঙের সঙ্গে গাঢ় খয়েরি মেশানো, প্রকৃতির সঙ্গে একদন মানানসই। সূর্যের তেজ বুঝিয়ে দিল বেলা বেড়েছে। স্থানীয় মানুষরা বললেন, ঘুরতে যখন এসেছেন অত দূর থেকে সূর্য ডোবাটা দেখে যাবেন বিকেলে এসে। এত সুন্দর সূর্যাস্ত অনেক জায়গাতেই দেখতে পাবেন না। নিশ্চয় আসব বলে, ওখান থেকে টোটোত করে রওনা দিলাম সর্বমঙ্গলা মন্দিরের উদ্দেশ্যে। মধ্যাহ্নভোট মন্দিরে মায়ের ভোগ দিয়ে সারবো। পৌঁছলাম সর্বমঙ্গলা মা'র মন্দিরে। ছায়াঘেরা শান্ত পরিবেশ। বহু প্রাচীন এই মন্দিরের দরজাটি উত্তরমুখী। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য এইখানে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর কতটা শক্তিশারী হলেন তা পরীক্ষা করার জন্য তাল বেতালকে বলেছিলেন এই মন্দিরের দরজা যেন উত্তরমুখী করে দেয়। তাল বেতাল অক্ষরে অক্ষরে সেই আদেশ পালন করে। সেই থেকেই এই মন্দিরের দরজা উত্তরমুখী। দুর্গাপুজোর সময় এই মন্দিরে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসেন। খুবই জাগ্রত এই সর্বমঙ্গলা মা। জেনে অবাক হলাম, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর সন্ধিপুজোর সময় মন্দিরে কোন মহিলাকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। শুনে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। মা-র সন্দিপুজোর মেয়েদেরই প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরে রোজই অন্নভোগ হয়। তবে ভোগ চড়ানোর সময় এলাকার কেউ যদি মারা যায় তাহলে সম্পূর্ণ ভোগই কিন্তু ফেলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে কিছুটা ব্যতিক্রমী এই মন্দির। রাধাষ্টমীর পরের দ্বাদশীর দিন যাকে বলা হয় ইন্দ্র দ্বাদশী, সেই দিন বারুদ কামান দাগা হয়। প্রায় ৪৪-৪৫ টি কামান যার বারুদ লাগে প্রায় ২২ কেজি। এই ইন্দ্র দ্বাদশীর দিনই সর্বমোট ২৪টি মৌজা থেকে দেবীকে খাজনা দেওয়া হয় আর কামান দাগা হয়। 'রায় ৭-৮ কুইন্টাল বোঁদের লাড্ডু তৈরি হয় এই দিনে। মহাভারতের ভীমেরও পুজো হয় এখানে। কিছুক্ষণ মন্দির চত্বর ঘোরার পর পাত পেড়ে ভোগ—আহা কী অপূর্ণ স্বাদ।

মনিগর চত্বরেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই রওনা হলাম গন্‌গনির পথে---দুপুর তিনটে নাগাদ। বাঙামাটির সেই সবুজ চেনা আঁকাবাঁকা পথে আবার আমি গন্‌গনির ক্যানিয়নের সামনে। নিচে শিলাবতী নদীতে ছোটরা জলকেলিতে মত্ত। বারী মজা লাগছে দেখতে। ঝকঝকে আকাশে সূর্যদের অস্ত যাবেন বলে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এখন রোদ বেশ স্নিগ্ধ কোমল তাতে আবার সোনালিরঙ লেগেছে। প্রকৃতির শিল্পকর্মগুলোও তাই অন্যরকম দেখতে লাগছে, ছায়া আর সোনালি রোদের লুকোচুরি খেলা চলছে। কী অপূর্ব। পশ্চিমের সূর্যে ক্রমশ লারক্ষের ছোঁয়া, সেই রঙ নদীর জলেও---চড়া, জল আর লালরঙের ছোঁয়ায় সংমিশ্রণে শিলাবতীও কেমন রহস্যময়ী। অসাধারণ এখ পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ। ক্রমশ সূর্য গাঢ় লাল আর তার সঙ্গে চারপাশও যেন রক্তিম রাগে রাঙানো। দুই চোখ ভরা বিস্ময় আমার শিলাবতীর টুকরো টুকরো জলে রক্তিম সূর্যের প্রতিচ্ছবি। অসাধারণ আমি বিভোর সেই সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে। ঠিক বলেছিলেন সেই অচেনা স্থানীয় মানুষজন সূর্যাস্ত এখানে মনোমুগ্ধকর। প্রকৃতি তার আপন খেয়ালে কত সৌন্দর্যই যে বিলিয়েছে আমাদের জন্য অকৃপণভাবে। কিন্তু আমরা কতটা অকৃপণ হতে পেরেছি তার কাছে। চোখ চলেই যাচ্ছে যত্রতত্র প্লাস্টিক, কাগজ আর বোতলের ভাহা টুকরোর দিকে। এই অপার সৌন্দর্যকে কেন যে এইভাবে নষ্ট করি, নিজেরাই কি একটু সচেতন হতে পারি না? সত্যি এত কাছে এত সুন্দর জায়গা, প্রকৃতির রহস্য-সৌন্দর্যে ভরপুর একটু সচেতন হলে পশ্চিমবঙ্গের বেড়ানোর মানচিত্রে অনায়াসে স্থঅন করে নিতেই পারে।

টোটোতে ফিরে চললাম স্টেশনের উদ্দেশ্যে, শরীর জুড়ে মুগ্ধতা সঙ্গে ক্লান্তি ও। ধন্যবাদ গন্‌গনি দি গ্র্যান্ড কানিয়ন অফ বেঙ্গল।

কীভাবে যাবেন এবং কোথায় থাকবেন? যারা বাসে বা গাড়িতে যাবেন, কলকাতা থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পেরিয়ে জাতীয় সড়ক ৬ ধরে বাগানান উলুবেড়িয়া কোলাঘাট মেচোগ্রাম ঘাটাল চন্দ্রকোনো হয়ে গড়বেতা। ট্রেনে সাঁতরাগাছি থেকে ১২৮৮৩ রূপাসী বাংলা সকাল ৬ টা ২৫ মিনিটে ছেড়ে গড়বেতা পৌঁছায় বেলা ৯টা ২০ মিনিটে। সাঁতরাগাছি থেকে ১২৮৮৫ আরণ্যকে এক্সপ্সে রবিবার বাদে সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে গড়বেতা পৌঁছায় বেলা ১০টা ৫০ মিনিটে।

হাওয়া থেকে ১২৮২৭ পুরুলিয়া এক্সপ্রেস বিকাল ৪টে ৫০ মিনিটে ছেড়ে গড়বেতা পৌঁছায় সন্ধ্যে ৭টা ৪৫ মিনিটে। হাওড়া থেকে শিরোমনি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে গড়বেতা পৌঁছায় রাত ৯টা ২০ মিনিটে। হাওড়া থেকে চক্রধরপুর ব্যাসেঞ্জার রাত ১১টা ০৫ মিনিটে ছেড়ে গড়বেতা পৌঁছায় রাত্রি ৩টে ০১ মিনিটে। গড়বেতা স্টেশন থেকে গন্‌গনি দূরত্ব ৭ কিমি। থাকার জন্য আছে আপ্যায়ন লজ।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বাংলা থিয়েটারের গতিপ্রকৃতি নিয়ে নিঃসন্দেহে এক মননশীল নির্মাণ

বরুণ দাস

নাটক নিয়ে সাগর বিশ্বাসের এটি সম্ভবত দ্বিতীয় গ্রন্থ। এর আগে নাটকের আলোচনা নিয়ে আরও একটি গ্রন্থ আমাদের হাতে এসেছিল এবং বইয়ের অন্দর বিশ্ববার্তা, বিভাগে আলোচনাও করা হয়েছিল। শুধু থিয়েটার আদ্যন্ত নাটক ও থিয়েটার বিষয়ক একটি বহুমাত্রিক গ্রন্থ। এখানে বাংলা থিয়েটারের গতিপ্রকৃতি নিয়ে মননশীল রচনার পাশাপাশি রয়েছে মারাঠি মঞ্চে আধুনিকতার অবস্থান সম্পর্কিত বীক্ষণ, উনিশ শতকের শেষলগ্ন তথা বিশ শতকের শুরু থেকে উত্তরবঙ্গে বাংলা নাট্যচর্চার সূচনা ও বিকাশ বিষয়ে লেখকের অনুসন্ধানধর্মী মূল্যবান রচনা।

মোট ১৯ টি নাট্যবিষয় নিবন্ধ আছে এই গ্রন্থে। আমাদের থিয়েটার। নির্মাণের দায় দিয়ে শুরু। বাংলা থিয়েটারের দু'টি বিতর্কিত ধারা নিয়ে সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন বর্ষীয়ান লেখক। একটি হল রিফর্মেশন-এর অর্থাৎ সামাজিক অন্যায় কুসংস্কার ইত্যাদির বিুদ্দরদ্ধে যুক্তিবাদী মানবিক চৈতন্য জাগানোর ধারা যা কিনা ক্রমশ প্রতিবাদের চেহারা নিয়ে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবাত্মক মহিমায় উত্তরিত হয়েছে। অন্যটি হল, লোকরঞ্জন বা লোকশিক্ষার। যা কিনা ন্যায় অন্যায় পাপপুণ্য, বিচার অবিচার, আলো অন্ধকারের পার্থক্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

আলোচ্য গ্রন্থ এণপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন নিবন্ধে মদুসূদন দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে বাদল সরকার সহ শুম্ভু-উৎপল অজিতেশের পাশাপাশি উঠে এসেছে সেলিম আলদীন, হ্যারল্ড পিন্টার কিংবা অগাস্তো বোআলের মতো নাট্যকার নির্দেকেদের কৃতি। কেয়া চক্রবর্তীর সঙ্গে আছে উত্তরকালের নারী অভিনেতা নির্দেশকদের কথা। লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ঝলক দিয়ে যান সুধী প্রধান, হরিমাধব মুখ্যোপাধ্যায়, তীজন বাঈ, মোহন আগাসের মতো বিশিষ্টজনেরা। সমান্তরালে উপস্থিত হন হাবিল তনবীর বিজয় তেন্ডুলকর, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব।

এখানেই অবশ্য শেষ নাট্যবিষয়ক এই আকর গ্রন্থে আরও আছে নবান্ন রক্তকারবী-র মতো নাটকের বিশেষ পূর্ববেক্ষণ সহ ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস আর্থার মিলার লু-শুন, ব্রেকট, টার্সানি, শেচদ্রিন, জেরাই ও ডেনিস কম্পটানের ৮টি নাটকের বঙ্গীয় প্রযোজনার ঋদ্ধ আলোচনা। সব মিলিয়ে সুধী পাঠকবর্গ থিয়েটার জগতের অতীতে ও বর্তমান সমন্বয়ের গড়ে তোলা এক মনোগ্রাহী সংস্কৃতি ভূমির সন্ধান পাবেন এই গ্রন্থে। প্রালেখক সমালোচক সাগর বিশ্বাসের পাঁচ দশক ব্যাপী লেখায় সমৃদ্ধ এই বই নাট্যপ্রিয় যে কোনও পাঠকের নিত্যসঙ্গী হওয়ার দাবি রাখে।

উল্লেখ্য দর্শক হিসেবে বাংলার নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে আমাদের খানিকটা ধ্যান ধারণা থাকলেও বাংলার বাইরের নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে তেমন কোনও ধারণা নেই। নান্দীকার আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলায় অন্যান্য রাজ্যের বেশকিছু উন্নত মানের নাটক দেখার সুযোগ হলেও বিশদবাবে জানা বোঝার সুযোগ হয় না। এই জানা বোঝার কঠিন কাজটিই সহজ করে দিয়েছেন গ্রন্থকার সাগর বিশ্বাস। বিশেষ করে মারাঠি নাটক ও নাটককার সন্বন্ধে অনেকটা জানার সুযোগ পাবেন পাঠক। সেদিক থেকে এই নাট্য বিষয়ক বইয়ের গুরুত্ব অনেকটাই।

আগ্রহী নাট্য-পাঠক উত্তরবঙ্গের নাট্য প্রয়োজনী সম্বন্ধেও বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবেন। বিশেষ করে শিলিগুড়ির নাট্য প্রযোজনা নিয়ে অনেকটাই ধারণা পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের গেটওয়ে বলে অভিহিত এই বাণিজ্যিক অঞ্চলে কীভাবে তিলে তিলে নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে তার একটা সামগ্রিক চিতর পাওয়া যায় এই অধ্যায়ে। নাটকের ওফর নিখাদ প্রেম ফুটে উঠেছে শিলিগুড়িবাসীর । নাটকের সার্বিক স্বার্তে অন্য শহরের ভালো অভিনেতাদের চাকরি দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে শিলিগুড়িতে। ভাবা যায় এমন প্রচেষ্টার কথা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য নাট্যগ্রন্থে সংকলিত লেখাগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত। সাতের দশক থেকে এ পর্যন্ত তার সময়কালের বিস্তার। নাট্যপ্রেমী প্রৌঢ়-পাঠকদের অনেকে হয়ত বা পড়েওছেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আমাদের অনতিঅতীত থিয়েটার বিশ্বকে ফিরে দেখার সুযোগ রয়ে গেল এ সংকলনে। বিষয় বৈচিত্রে নিবন্ধগুলিকে ৫টি প্রধান ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। কি সেই ৫টি ভাগ? প্রথম ভাগে নিবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে সাক্ষাৎকার, তৃতীয় ভাগে স্মরণ চতুর্থ ভাগে আলোচনা এবং পঞ্চম ও শেষভাগে প্রতিবেদন।

গ্রন্থের পরিসরের কথা ভেবে এই গ্রন্থে আলোচনা পর্যায়ে মাত্র ৮টি বিশেষ নাটকের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে ৭টি প্রযোজনাই বিশ শতকের শেষার্ধের। একটি নাটক অবশ্য সাম্প্রতিক অন্ধকার মহাদেশ। আফ্রিকার (এরিট্রিয়া) পৌরাণিক গল্পটি (মূল নাটক মেসগান জেরাই) আজও ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এই আলোচনা পর্যায়ে আছে নান্দীকার -এর ফেরিওয়ালা র মৃত্যু ফুটবল, সায়ক এর দুই হুজুরের গপপো, চেতনা-এর জগন্নাথ, অনসম্বল-এর পাপ, নবনাট্যম -এর আমরা তোমরা, জনসংস্কৃতি-র গাঁয়ের স্বপ্ন এবং সংবর্ত-এর কাব্যনাট্য রিয়েনৎসি। প্রতিবেদন পর্যায়ে আছে ৩টি নাট্যমলা নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা সহ নাট্যমেলায় প্রদর্শিত হরিগত (পড়ুন জেলার) অনেক নাট্যদলের নাট্যপ্রযোজনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাও। আর শেষে আছে বাংলা নাট্যপত্র নিয়ে একটি সমকালীন পর্যালোচনা। অত্যন্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কিছু অনিবার্য বিষয় চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ লেখক সমালোচক সাগর বিশ্বাস যা কোনওভাবেই এড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। লেখক যথার্থই বলেছেন, নাট্যপত্রগুলির দায়বদ্ধতা কিছু অপ্রিয় ও অনিবার্য বিষয়।

সত্তরোর্ধ নাট্যপ্রেমী লেখকের কথায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে না পারলে তারা গ্রন্থাগারের তাক অলঙ্কৃত করলেও মানুষের মনের মণিকোঠায় আসন পাকা করতে পারবে না। বহু অর্থ আর শ্রমের বিনিময়ে যে মোটামোটি মনুসংহিতা হচ্ছে, তাতে আদত মানুষের মুখচ্ছবি, তার দৈনন্দিন সৃষ্টিসীলতার বিশ্বস্ত প্রতিফলন আছে কিনা-এ প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে আর যাই হোক, দায়বদ্ধতার প্রশ্নে বড় মুখ করার অধিকার থাকে না। সত্যি মনুসংহিতাই বটে। থান ইট সম এইসব মনুসংহিতায় কী আছে তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না বোধহয়। বিশিষ্ট নাটককার নির্দেশক চন্দন সেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সমালোচক সাগর বিশ্বাস সম্বন্ধে যথার্থই বলেছেন, আকৈশোর নাট্যপ্রেমী সাগর বিশ্বাসের দেখার চোখ চোখের দেখাকে ছাপিয়ে যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিয়ে আগরতলায় কর্মশালা। শনিবারের তোলা নিজস্ব চিত্র।

পশ্চিমবঙ্গে ৫৭ আসনের প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি, নন্দীগ্রাম থেকে লড়বেন শুভেন্দু

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৫৭ আসনের প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের ২৯৪টি আসনের মধ্যে শনিবার ৫৭ জনের প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে বিজেপি। প্রত্যাশা মতই নন্দীগ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আট দিন পরে শনিবার প্রথম দু''দফার আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। তিনটি আসন বাদ রেখে মোট ৫৭ আসনের প্রার্থীপদ ঘোষণা করলেন বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং। তার মধ্যে রয়েছে একাধিক চমক। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ খবর, বাংলার ভোটের সব থেকে হেভিওয়েট কেন্দ্র নন্দীগ্রাম থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শুভেন্দু অধিকারীই। নন্দীগ্রামে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন শুভেন্দু। ময়নায় প্রার্থী হয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার অশোক দিন্দা। ডেবরায় তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়েছেন আরেক প্রাক্তন আইপিএস ভারতী ঘোষ। ৫৭টি আসনের মধ্যে একটি আসন শরিক দল আজসুকে ছেড়েছে বিজেপি। রাত পোহালেই মোদীর ব্রিগেড। সূত্রের খবর, ব্রিগেডে মোদী মঞ্চে হাজির থাকতে চলেছেন এই ৫৭ প্রার্থীই। উল্লেখ্য, গত ৪ মার্চ কেন্দ্রীয় কমিটি বিজেপির প্রার্থীতালিকা নিয়ে বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই শিলমোহর পড়ে এই তালিকায়। বৈঠকে সেদিনই উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদীও। শুভেন্দু দিল্লিতেই দরবার করেছিলেন নন্দীগ্রামের আসন। দলও তাঁকে সেই আসনই দিল। শুভেন্দু বলেছিলেন হাফ লাখ ভোটে লড়ার। এখন দেখার শুভেন্দু সেই চ্যালেঞ্জটায় জয় করেন কিনা।

বজ্রন্টের আহবানের মোড়ক উন্মোচিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ স্মরণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতা কর্তৃক নির্মিত 'বজ্রন্টের আহবান' (দি কল ফর ফ্রিডম) শীর্ষক মিউজিক ভিডিও-র ভার্চুয়াল উন্মোচন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় এ.কে আব্দুল মোমেন। কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের উপ-হাইকমিশনার তৌফিক হাসানের তত্ত্বাবধানে উপ-হাইকমিশনের সকলের অংশগ্রহণে নির্মিত এর সঙ্গীতের গীতিকার শুভদ্বীপ চক্রবর্তী এবং সুরকার ও কণ্ঠশিল্পী চিরন্তন ব্যানার্জী। মিউজিক ভিডিওটির সার্বিক সমন্বয়, কোরিওগ্রাফি ও ভিডিও সম্পাদনা করেছেন উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মিজ শামীমা ইয়াসমীন স্মৃতি।

উপ-হাইকমিশনের প্রথম সচিব (প্রেস) মোঃ মোফাকখারুল ইকবাল জানান, উন্মোচনকালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড় এ.কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, "সকল রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে যে অবিস্মরণীয় ভাষণ দিয়েছিলেন মূলত সেটিই ছিল বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ।" তিনি বলেন, "কলকাতার উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, তাদের শিশুরা অংশগ্রহন করেছে এবং গানটিতে কলকাতা মিশনের ঐতিহাসিক ভবন, বঙ্গবন্ধু মঞ্চ, বঙ্গবন্ধু কর্ণার, 'বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু' ম্যুরাল ইত্যাদির দৃশ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। আমি মুজিব বর্ষে ৭ই মার্চ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুকে স্মরন করে এরকম একটি সৃষ্টিশীল উদ্দ্যোগ গ্রহন করার জন্য বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে এই নির্মাণের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আমি সানন্দ চিত্তে এই মিউজিক ভিডিওর শুভ উন্মোচন ঘোষনা করলাম।"

বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কালজয়ী ভাষণগুলোর অন্যতম। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তিকামী জনগনকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে ঐ ভাষণ ছিল এক মহামন্ত্র। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরন। ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ০৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর এই ভাষণকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে। বাঙালি হিসাবে এটি একটি বড়ো অর্জন। এ ভাষণের কারণে বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে "ঞ্চদ্রত্রন্ঠ দ্ম ঞ্চদ্রন্হহ্হন্" হিসাবে অভিহিত করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ কেবল বাঙালির নয়, বরং বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য প্রেরণার চিরন্তন উৎস হয়ে থাকবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দল থেকে পদত্যাগ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সিতার, বরাকে দলকে এআইইউডিএফের কাছে বিক্রির অভিযোগ, সিদ্দেক-কমলাক্ষও দিতে পারেন ইস্তফা

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : দল থেকে পদত্যাগ করেছেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব। আজ শনিবার দলীয় সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর কাছে তিনি তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। অসম প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে গুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে আজই তিনি দিল্লি চলে গেছেন। এদিকে দলের সর্বভারতীয় নেত্রী তথা বরাক উপত্যকার কংগ্রেসের প্রথমসারির কাণ্ডারি সুস্মিতার পদত্যাগের খবর চাউর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলচরে কংগ্রেসের জেলা সদর দফতর ইন্দিরা ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর করছেন তাঁর অনুগামীরা।

এই খবর লেখা পর্যন্ত কংগ্রেস এখনও তাঁদের আসন বা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। আজই সন্ধ্যার দিকে আসন সহ প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার কথা। এরই মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সুস্মিতা জানতে পেরেছেন, আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বরাক উপত্যকার ১৫টি আসনের মধ্যে ছয়টি মহাজোটের প্রধান শরিক এআইইউডিএফকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে দলকে এআইইউডিএফ-এর কাছে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে বেজায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন সর্বভারতীয় নেত্রী। এছাড়া বিতর্কিত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রুমি নাথকে টিকিট দেওয়ার খবর পেয়েও প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট বরাক উপত্যকা তথা একদা কংগ্রেসের প্রভাবশালী সর্বভারতীয় নেতা তথা বহুবারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রয়াত সন্তোষমোহন দেবের কন্যা সুস্মিতা দেব। বরাক উপত্যকায় দলের অবস্থান সম্পর্কে স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-নেত্রীদের কোনও মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজন মনে করেনি প্রদেশ নেতৃত্ব। এ-সব নানা কারণে তিনি অপমানিত বোধ করে আজ আচমকাই তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সুস্মিতা।

এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত এবং আসন বাটোয়ারা নিয়ে প্রদেশ নেতৃত্বের একতরফা সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বরাকে দলীয় নেতৃবর্গের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে। বরাকে কংগ্রেসের অন্যতম দুর্গ সোনাই আসন, দক্ষিণ করিমগঞ্জ, বদরপুর, হাইলাকান্দি, কাটলিছড়া এবং আলগাপুর আসন এআইইউডিএফ-কে উপহার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ এবং উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের মতামত যাচাই করা হয়নি। অথচ বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দিতে কংগ্রসের মাটি শক্ত করতে এঁরা প্রচণ্ড ঘাম ফেলছেন। অথচ তাঁদের অবজ্ঞা করা হয়েছে। এ-সব অভিযোগে নির্বাচনের আগেই ছত্রভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কংগ্রেসের।

এদিকে সুস্মিতা সমর্থকদের দাবি, সোনাই আসন কংগ্রেসের প্রবল মজবুত দুর্গ। সোনাই থেকে প্রাক্তন বিধায়ক এনামুল হক লস্কর কংগ্রেসের অপ্রতিরোধ্য প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু সে-কথা বিবেচনা না করেই গৌরব গগৈ, রিপুন বরারা সোনাই আসনটি এআইইউডিএফ-এর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। একইভাবে দক্ষিণ করিমগঞ্জ, বদরপুর, হাইলাকান্দি, কাটলিছড়া ও আলগাপুর আসনও এআইইউডিএফ-এর কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে। এভাবে এআইইউডিএফ-এর কাছে বরাকের ছয়টি আসন বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। এছাড়া বড়খলা আসনে সুস্মিতা দেবের একমাত্র পছন্দের প্রার্থী ছিলেন পাপন দেব। কিন্তু সেখানে পাপন দেবের বদলে দলবিরোধী কার্যকলাপের দায়ে বহিষ্কৃত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক ডা. রুমি নাথকে টিকিট প্রদানের খবর চাউর হওয়ায় সুস্মিতা দেব সহ স্থানীয় কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ক্ষোভের মাত্রা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

এদিকে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসন এআইইউডিএফ-এর অনুকূলে চলে যাওয়ায় চরম বিপাকে পড়ছেন প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ। যার ফলস্বরূপ সিদ্দেক আহমেদও অপমান ও ক্ষোভে দল ছাড়ার হুমকি দিয়েছেন। বরাকে কংগ্রেসের ছত্রভঙ্গ পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক অবস্থা নড়েবড়ে হয়ে যাওয়ায় উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থও নিজের স্থিতি পাল্টাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। অসম প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের হিটলারি মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে আজ শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে অসংখ্য ক্ষুব্ধ দলীয় নেতা কর্মীরা জমায়েত হয়ে 'রিপুন বরা মুর্দাবাদ', 'গৌরব গগৈ মুর্দাবাদ', সুস্মিতা দেব জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সরগরম করে তুলেন গোটা এলাকা। তাঁরা কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর ছাড়াও দলের কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক জীতেন্দ্র সিং সহ আরও কয়েকজন নেতার ফেস্টুন ছিঁড়ে, কাটআউট তছনছ করে মাটিতে ছুঁড়ে দিয়েছেন।

কয়েক হাজার নেটিজেনের উগরোনো ক্ষোভ সায়নীর বিরুদ্ধে

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলে যোগ দিয়েই আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী হয়েছেন সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, 'আমি খুবই এক্সসাইটেড। দিদি বলে দিয়েছেন, নতুন রক্ত, যাও কাজ করো। আমি কাজ করে দেখাতে চাই।" কিন্তু বেশ কয়েক হাজার নেটিজেন ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সায়নীর বিরুদ্ধে। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে নেটিজেনদের তোপের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী পরিচালিকা সুদেষ্ণা রায়। সায়নী বলেছেন, "মানুষের মাঝে থেকে দিদির বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। নতুনভাবে আমরা একসঙ্গে ভালোবাসা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবো"। বাবুল সুপ্রিয়র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আসানসোলের মানুষ শিল্পীদের পছন্দ করেন। সবার কাছে শিখে নিজের মতো করে কাজ করার কথা বলেন তিনি।"

শনিবার সায়নী লিখেছেন, আসানসোল দক্ষিণের প্রতিটি কোণ থেকে আপনাদের সকলের সমর্থনে আমি অভিভূত। এই সমর্থনের আবেগকে আমি বৃথা হতে দেবনা। আসছি আসানসোল, আমার সহকর্মী, আমার সহযোদ্ধারা, আপনাদের সকলের সাথে দেখা করতে এবং আপনাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার প্রত্যাশা নিয়ে। আপনাদের সকলের ভালোবাসা, সমর্থন নিয়েই আমাদের সকলকে একসাথে আগামী দিনের পথচলা নিশ্চিত করতে হবে। আসানসোলের সার্বিক উন্নয়নকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ, আপন করে নেবার জন্য ধন্যবাদ। বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে আমরা সকলেই সামিল। জয় বাংলা। বন্দে মাতরম।" কেবল তাঁর এই একটা পোস্টেই শনিবার বেলা দেড়টা পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া এসেছে আড়াই হাজারের ওপর।

সায়নীকে শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে অন্তত ৪০ জনের সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে অভিনেত্রী পরিচালিকা সুদেষ্ণা রায়কে। প্রতিক্রিয়ায় অভিষেক ধর সুদেষ্ণাকে লিখেছেন, "আপনি টিকেট পেলেন না??? যাঃ!" ডঃ সম্রাট লিখেছেন, "কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিস না!" সন্দীপ প্রধান লিখেছেন, "টিকিট না পেয়ে বেঁচে গেছেন।" শ্রীজিতা ব্যানার্জী লিখেছেন, "বুড়ি একটা, শয়তান! ভুলভাল মনের ইচ্ছে করা বন্ধ কর!" অঞ্জন আঢ্য সুদেষ্ণাকে লিখেছেন, "দিদি ... আপনার তো ভীমরতি হয়েছে দেখছি!" দীপু দাস সুদেষ্ণাকে লিখেছেন, "একজন হিন্দু ধর্মের অবমাননাকারীকে সমর্থন করছেন।

অশোক রায় লিখেছেন, "লোভী!" তন্ময় হালদার লিখেছেন, "সায়নী ঘোষ যদি নির্বাচনে জিতে যায়, তাহলো ভাববো পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলো সব অপদার্থ।" সঞ্জীব ভট্টাচার্য সুদেষ্ণাকে লিখেছেন, "এইসব মন্তব্য করে নিজেকে খিল্লীর পাত্রী করে তুলবেন না ম্যাডাম, আপনাকে আমরা যথেষ্ট ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি।" শান্তনু বিশ্বাস লিখেছেন, "টেলিমিডিয়া জগতের লোকেদের এভাবে এখন চপ ভাজা শিল্পীতে পরিণত হতে দেখাটা সত্যিই একটা জনগনতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দ, বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরামরা দেখলে গর্বিত হতেন, রজনীকান্ত গাইতেন মায়ের রেসিপির চপ শিল্প আপন করে নে রে ভাই, শিল্প তাড়ান মায়ের যে এর বেশী আর সাধ্য নাই। পরাজয় বাংলা।"

রানা বিশ্বাস লিখেছেন, "কর্মসংস্থান এর জবাব চাই বৃদ্ধ ভাতা যোগ্য নই। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহাদেবের অপমান এর জবাবটাও চাই আপনার অমানুষ কন্যার থেকে!!"দেবাশিস চক্রবর্তী লিখেছেন, "বাংলার মা বোনেরা শিবরাত্রি আসছে। সায়নী ঘোষ বাবা ভোলে মহেশ্বরের নামে কি বলেছিল জানেন নিশ্চয়ই, এদের কে ভোটে জেতানো কি উচিৎ?" প্রীতম মিদ্দা লিখেছেন, "যে মানুষের আস্থাকে আঘাত করে সে কোনদিনই মানুষের উপকার করতে পারবে না।" হৃত্বিক মুখার্জি লিখেছেন, "কেউ যাতে ভোট না দেয়।"

পার্থ মাহাতো লিখেছেন, "মানুষকে খুব বোকা ভাবে এরা ! রাজনৈতিক জ্ঞান শূন্য ; এদের নই , বিকল্প চাই ! হাল ফেরাও ! লাল ফেরাও।" অজয় মিত্র লিখেছেন, "ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, প্রতিপালন খারাপ হলে তার ফলাফলের নাম সায়নী ঘোষ।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বেছে বেছে বাদ শুভেন্দু ঘনিষ্ঠদের নাম, প্রার্থী তালিকা ঘোষনা হতেই মালদহে ভাঙনের সম্ভাবনা

মালদহ, ৫ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের প্রার্থী তালিকার পরেই মালদহে তৃণমূলে ভাঙনের সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ। ব্রাত্য নেতাদের কয়েকজন গেরুয়া শিবিরে যেতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও নেতারা প্রকাশ্যে এই নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি।

২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের একমাত্র জেলা মালদহ যেখানে খাতাই খুলতে পারেনি তৃণমূল। নির্বাচনের পরে বিভিন্ন দল থেকে চার জন বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেন। পরে আবার তাঁদের মধ্যে গাজোলের বিধায়ক দিপালী বিশ্বাস তৃণমূল ছেড়ে চলে যান বিজেপি-তে।

দলের পুরনো তিন বিধায়ককেই এবার ফের প্রার্থী করা হয়েছে। এর মধ্যে রতুয়া বিধানসভায় ফের প্রার্থী হয়েছেন বর্ষীয়ান সমর মুখোপাধ্যায়। মোথাবাড়ি কেন্দ্র থেকে এবারও লড়বেন সাবিয়া ইয়াসমিন। ইংরেজবাজারের বিধায়ক নিহার রঞ্জন ঘোষের কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। ইংরেজবাজারের পরিবর্তে তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে চাঁচল বিধানসভা আসনে।

মালদহে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হেরে যাওয়া দুই প্রাক্তন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এবং সাবিত্রী মিত্র দু''জনকেই ফের প্রার্থী করেছে তৃণমূল । ইংরেজবাজার কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে লড়বেন কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী। মানিকচক আসনে প্রার্থী সাবিত্রী মিত্র। মালদহে সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী প্রাক্তন বিচারপতি মহম্মদ আব্দুল গনি। মালদহ জেলা পরিষদের একাধিক সদস্য এবার তৃণমূলের টিকিটে নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন।

মালদহে দলের বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট এবার প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই পাননি। বিশেষ করে ব্রাত্য হয়েছেন এমন বেশ কয়েকজন জেলা নেতা যাঁরা তৃণমূলে শুভেন্দু অধিকারী জেলা পর্যবেক্ষক থাকার সময় তাঁর ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এর পাশাপাশি আরও কয়েকজন হেভিওয়েট নেতা বাদ পড়েছেন সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাঁদের নাম ঘোরাফেরা করেছে। মালদহে টিকিট না পাওয়ার তালিকায় গুরুত্বপূর্ন নাম মালদহ জেলা পরিষদ সভাধিপতি গৌড়চন্দ্র মণ্ডল।

এবার মানিকচক বিধানসভা আসনে প্রার্থী পদের দাবিদার ছিলেন গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। শোনা যাচ্ছিল মানিকচক আসন বা অন্য কোনও আসনে তাঁকে প্রার্থী করা হতে পারে। কিন্তু মানিকচক আসনে গৌড়চন্দ্র মণ্ডলের বিরোধী শিবিরের সাবিত্রী মিত্র টিকিট পেয়েছেন। অথচ কোনও আসন জোটেনি গৌড়চন্দ্র মণ্ডলের। অন্য দিকে মালদহের জেলা তৃণমূল কো অর্ডিনেটর তথা প্রাক্তন যুব সভাপতি অম্লান ভাদুড়ী বৈষ্ণবনগর আসনে প্রার্থী হবেন বলে জল্পনা চলছিল। বৈষ্ণবনগরে জন সংযোগও বাড়িয়েছিলেন তৃনমূলের এই দাপুটে নেতা। কিন্তু প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম নেই। অম্লানবাবুও শুভেন্দুর সময়ে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন।

শুধু এঁরাই নন, প্রার্থী তালিকা থেকে উল্লেখ্যযোগ্য ভাবে বাদ পড়েছেন মালদহের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও চেয়ারম্যান বর্তমান রাজ্য সহ সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন। এবার মালতিপুর বিধানসভা আসনে প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন তিনি। মালতীপুরে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রস্তুতিও শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই হয়নি তাঁর। মালদহে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনার মধ্যে থাকলেও শেষ পর্যন্ত টিকিট পাননি জেলা তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর দুলাল সরকার এবং জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নদিয়ার বেশিরভাগ আসনে গতবারের প্রার্থীদের উপরই ভরসা তৃণমূলের

নদিয়া, ৬ মার্চ (হি. স.) : নদিয়া জেলার ১৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী তালিকায় একাধিক চেনা মুখের পাশাপাশি উঠে এসেছে কয়েকজন নতুন মুখও। তবে, জেলার বেশিরভাগ আসনে গতবারের প্রার্থীদেরই এবারও টিকিট দিল তৃণমূল। উল্লেখযোগ্যভাবে, কৃষ্ণনগর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে এবার অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে তৃণমূল। এই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক অবনী মোহন জোয়ারদার প্রয়াত হয়েছেন। এছাড়া রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে বর্ণালী দে, চাকদহে শুভঙ্কর সিংহ ও পলাশীপাড়া কেন্দ্রে মানিক ভট্টাচার্য জেলায় প্রথমবার বিধানসভা ভোটের প্রার্থী হয়েছেন।

জেলার উত্তরাংশে থাকা তেহট্ট বিধানসভায় গতবারের জয়ী প্রার্থী তথা নদিয়া জেলা তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি গৌরীশঙ্কর দত্তকে সরিয়ে পলাশী পাড়ার বিধায়ক তাপস কুমার সাহাকে প্রার্থী করা হয়েছে। পলাশীপাড়া কেন্দ্রে এবার জোড়াফুলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে নিজেদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের জন্য বর্ণালীদেবীর উপর আস্থা রাখছে দল। তিনি নদিয়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রয়েছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে বাম কংগ্রেসের জোট পার্থী রমা বিশ্বাসের কাছে তৃণমূল প্রার্থী আবির রঞ্জন বিশ্বাস ১৭ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন। বর্ণালী দেবী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে প্রার্থী করায় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। জীবন দিয়ে হলেও আমি তাঁর মুখ রক্ষা করব। এছাড়া চাকদহ কেন্দ্রে তৃণমূলের গতবারের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী রত্না ঘোষের পরিবর্তে যুব নেতা শুভঙ্কর সিংহকে প্রার্থী করা হয়েছে। তিনি জেলায় পোড় খাওয়া নেতা শঙ্কর সিংহের ছেলে। পাশাপাশি গত বিধানসভা নির্বাচনে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্রে জোটের প্রার্থী হিসাবে জয়ী হয়ে শঙ্করবাবু পরে শাসক দলে যোগ দেন। এই কেন্দ্রে এবারও তাঁর উপর ভরসা রেখেছে দল। এছাড়া রানাঘাটের প্রাক্তন সাংসদ অধ্যাপক তাপস মন্ডলকে এবারের নির্বাচনে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভায় টিকিট দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে এই কেন্দ্রে প্রাক্তন বিধায়ক সত্যজিৎ বিশ্বাসকে গুলি করে খুন করে অততায়ীরা। ওই বছরই লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে আসনটি হাতছাড়া হয়েছিল শাসক দলের। তাই এবার হেভিওয়েট নেতাকে দিয়ে হারানো আসন পুনরুদ্ধারে জোর দিচ্ছে ঘাসফুল শিবির। এছাড়া শান্তিপুরে অজয় দে, রানাঘাট উত্তর-পূর্বে সমীর কুমার পোদ্দার, হরিণঘাটায় নীলিমা নাগ, কল্যাণীতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, কালীগঞ্জে নাসির উদ্দিন আহমেদ, নাকাশিপাড়ায় কল্লোল খাঁ, চাপড়ায় রুকবাণু রহমান, কৃষ্ণনগর দক্ষিণে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, ও নবদ্বীপে পুন্ডরীকাক্ষ সাহার(নন্দ) উপরেই ভরসা রাখছে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রার্থী ঘোষণার পরেই জেলাজুড়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গিয়েছে। সব কেন্দ্রেই আগে থেকে শাসক দলের তরফে দেওয়াল দখল করে রাখা হয়েছিল। এদিন সেই দেওয়ালে প্রার্থীদের নাম লিখতে শুরু করে তারা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

কৃষক বিরোধী আইন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে বাম সংগঠনের পদযাত্রা করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অন্নদাতা স্বরূপ কৃষকদের কোনও গুরুত্বই দিচ্ছে না। কৃষক বিরোধী কালো আইন প্রণয়ন করে কৃষকদের ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারের পথে ঠেলে দিচ্ছে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় সরকার। এই অভিযোগের ভিত্তিতে সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা করিমগঞ্জ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে চলতি মাসের প্রথম দিন থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ শুক্রবার শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ এবং সারা ভারত কৃষক সভা করিমগঞ্জ শহর সংলগ্ন একলাবাড়ি থেকে বরকতপুর পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রা বের করে। পদযাত্রায় কৃষক বিরোধী আইন বাতিল সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানে আকাশ বাতাস সরগরম করে তুলেন বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিক নেতারা দাবি তুলেন, কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষাকারী তিনটি কালো কৃষি আইন ও চারটি শ্রম কোড বাতিল করার পাশাপাশি ঔষধপত্র, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে। বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে হবে। স্পেশাল ট্রেনের তকমা তুলে বরাক উপত্যকার সবগুলি রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক করতে হবে এবং মিড-ডে মিলকে এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়ার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি, দলবাজি, স্বজনপোষণ বন্ধ করা, করিমগঞ্জ সুতারকান্দি জাতীয় সড়ক মেরামতির কাজে অনিয়ম, অধিগ্রহণ করা হয়নি এমন সব ভেঞ্চার স্কুলকে প্রাদেশিকীকরণ করতে হবে, সেই সঙ্গে অধিগৃহীত স্কুল শিক্ষকদের টিউটরের পরিবর্তে শিক্ষক হিসাবে নিয়মিতকরণ করা সহ বিভিন্ন দাবিতে সরব হন সিআইটিইউ ও সারা ভারত কৃষক সভার নেতারা।

প্রতিবাদী পদযাত্রা একলাবাড়ি থেকে শুরু হয়ে বরকতপুরে এসে শেষ হয়। আজকের পদযাত্রায় নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা নির্মল দে, কালিকুমার দে, তরুণ গুহ, পরিতোষ দাশগুপ্ত, অমল দে, আব্দুল জলিল, আপ্তার আলি প্রমুখ।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

এবারে আকর্ষণীয় কম দামে পাওয়া যাবে পুরুষদের জুতো

জুতো যে কোন মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে পুরুষদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হল নিজেদের জুতো। সঠিক জামা কাপড়ের সঙ্গে ঠিকঠাক জুতো না হলে সম্পূর্ণ বিষয়টি দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠে। পাশপাশি তার প্রভাব পরে পুরুষের ব্যক্তিত্বের উপরেও। তবে সঠিক জুতো নির্বাচন করাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ যে কোন মানুষের কাছে। আর সেই কারণে এবারে অ্যামাজনে নিয়ে আসা হল আকর্ষণীয় জুতো। এই মুহূর্তে অনলাইন কেনাকাটার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত হল অ্যামাজন। ক্রেতাদের কথা ভেবে তাদের তরফে আনা হয়েছে আকর্ষণীয় ছাড়ের সুবিধা। আর সেই কারণেই যে কোন কেনাকাটার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় মাধ্যম এই অ্যামাজন। আর এবারে এই অ্যামাজনে আনা হয়েছে ৭৯৫৬ ফর্মাল জুতো। ফর্মাল জুতোর ক্ষেত্রে তার গুনমান অনেকটাই গুরত্বপূর্ণ। না হলে অনেক সময়েই পায়ে ব্যথা বা অন্য সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তবে এই জুতোর ফলে কারো পায়ের কোন রকম অসুবিধা হবে না। পাশপাশি সব ধরনের ক্রেতাদের কথা ভেবেই বিশেষ উপাদান দিয়ে বানানো হয়েছে এই জুতো।

অ্যামাজনে এই জুতো কিনতে খরচ হবে ৬৫৯ টাকা। এই দামে পাওয়া যাবে ১০ সাইজের জুতো। এছাড়াও বিভিন্ন সাইজের পাওয়া যাবে এই মডেলের জুতো। জানানো হয়েছে অ্যামাজনে ৭০ শতাংশ ছাড়ে পাওয়া যাবে এই ৭৯৫৬। ফলে ক্রেতারা বাঁচাতে পারবেন অনেকটাই টাকা। এছাড়াও জানানো হয়েছে অ্যামাজন ব্যাঙ্কের কার্ড ব্যবহার করে কেনাকাটা করলে ক্রেতারা পাবেন অতিরিক্ত ক্যাশব্যাকের সুবিধাও। এই জুতো টে রয়েছে ১ ইঞ্চি হিল। ফলে পায়ে পরলে কোন অসুবিধা হবে না। এছাড়াও হওয়ার কারণে ব্যক্তিত্বের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলবে এই জুতো। পাশপাশি জুতোটির ওজন হালকা হওয়ার ফলে পায়ে পরলে যথেষ্ট আরাম পাবেন সাধারণ মানুষজন। যা ফর্মাল পোশাকের সঙ্গে পরলে যথেষ্ট সুন্দর লাগবে তাদের। পুরুষদের জন্য এই জুতো আনার ফলে অনেকেই যে তা কিনতে চাইবেন তা এক প্রকার নিশ্চিত।

২ জিবি ডেটা পরিষেবার ক্ষেত্রে সেরা প্ল্যান

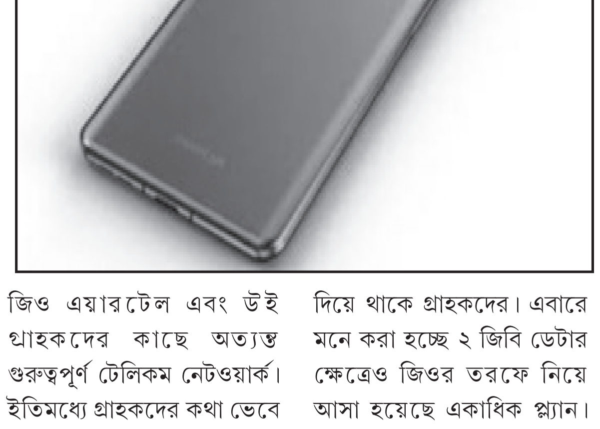

জিও এয়ারটেল এবং উই গ্রাহকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টেলিকম নেটওয়ার্ক। ইতিমধ্যে গ্রাহকদের কথা ভেবে তাদের তরফে নিয়ে আসা হয়েছে একের পর এক প্ল্যান। আর তার জেরে মনে করা হচ্ছে সুবিধা হবে গ্রাহকদের। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে এই তিন নেটওয়ার্কের তরফে নেওয়া হয়েছিল একাধিক পদক্ষেপ। আর তা সুবিধা দিয়েছিল গ্রাহকদের। তবে এবারে ২ জিবি ডেটা ল্যানের তালিকা দেখে নেওয়া যাক জিও বরাবর গ্রাহকদের জন্য বেশ কিছু প্ল্যান নিয়ে আসে। তা সুবিধা দিয়ে থাকে গ্রাহকদের। এবারে মনে করা হচ্ছে ২ জিবি ডেটার ক্ষেত্রেও জিওর তরফে নিয়ে আসা হয়েছে একাধিক প্ল্যান। ৫৯৯ টাকার প্ল্যানে রয়েছে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা। এই প্ল্যানের ভ্যালিডিটি ৮৪ দিনের, এছাড়াও এই প্ল্যানে রয়েছে অন্যান্য বেশ কিছু সুবিধা। অন্যদিকে এয়ারটেলের তরফে জানানো হয়েছে ২ জিবি ডেটার ক্ষেত্রে তাদের তরফেও আনা হয়েছে একাধিক প্ল্যান। ৫৯৯ টাকার এই প্ল্যানে রয়েছে অতিরিক্ত বেশ কিছু সুবিধাও। সঙ্গে রয়েছে আন লিমিটেড কলের সুবিধাও এই প্ল্যানের ভ্যালিডিটি ৫৬ দিনের। রয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দেখার সুবিধাও।

অন্যদিকে উই এর তরফে আনা হয়েছে একাধিক প্ল্যান। নতুন ভাবে বাজারে এসে উই এর তরফে নেওয়া হয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ। তাদের তরফে ৫৬ দিনের বেশ কিছু প্ল্যান নিয়ে আসা হয়েছে। এই প্ল্যানে রয়েছে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহারের সুবিধাও। সঙ্গে রয়েছে একাধিক ওটিটি প্ল্যাটফর্ম দেখার সুবিধাও। অন্যদিকে জিওর তরফে রয়েছে ৪৪৪ টাকার প্ল্যান। তার সঙ্গে রয়েছে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা। এই প্ল্যানে রয়েছে ৫৬ দিনের ভ্যালিডিটি। পাশপাশি এয়রটেলের তরফে বাজারে নিয়ে আসা হয়েছে ৪৪৯ টাকার প্ল্যান। এই প্ল্যানে রয়েছে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা। এই প্ল্যানে রয়েছে ৫৬ দিনের ভ্যালিডিটি। পাশপাশি উই এর তরফে রয়েছে ২ জিবি করে ডেটা ব্যবহারের সুবিধা। সঙ্গে রয়েছে ৫৬ দিনের ভ্যালিডিটি। এই সকল প্ল্যান ছাড়াও এই তিন নেতউয়ারের তরফে বাজারে আনা হয়েছে একাধিক প্ল্যান। আর তার জেরে সুবিধা পেয়েছে একাধিক গ্রাহকেরা।

ধনেপাতার ঔষুধি গুন

শীত আসতেই বাঁধাকপি, ফুলকপি, তেঁতুল, শিমের সঙ্গে দোকানীর ঝুড়ি উপচে উঠছে টাটকা ধনেপাতায়। ধনেপাতার স্বাদে গন্ধে মজেননি এমন মানুষ কম। কিন্তু অনেকেই জানেন না, খাবারের স্বাদ বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ ঔষধি গুণ রয়েছে ধনেপাতার।

ধনেপাতার মধ্যে রয়েছে বিরল ঔযুধি নানা উপাদান যা রক্ত শোধন করে। খাদ্যাভ্যাসের দরুণ আমাদের শরীরের রোজ তিলে তিলে জমা থাকে বেশ কিছু ভারী ধাতু এবং বিষাক্ত দূষণকারী পদার্থ। এর থেকে শরীরে বহু দূরারোগ্য অসুখ যেমন ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের বিভ্রাট, মানসিক রোগ, কিডনি ও ফুসফুসের অসুখ এবং হাড়ে দুর্বলতা তৈরি হতে পারে। ধনেপাতা রক্তপ্রবাহ থেকে এই সমস্ত ক্ষতিকর উপাদান দূর করে শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখতে সাহায্য করে। ধনেপাতায় থাকে পটাশিয়াং, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা ও ম্যাগনেশিয়াম মতো বেশ কয়েকটি উপকারী খনিজ। এছাড়া ভিটামিন এ, সি ও কে'র জোগান দেয় এই পাতা। যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

ধনেপাতা অ্যান্টিসেপ্টিক, অ্যান্টিফাংগাল এবং যে কোনো চুলকানি ও চামড়ার জ্বলনে অব্যর্থ ওযুধ। এছাড়া উচ্চ রক্তচাপ কমাতে ধনেপাতার জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকা ক্যালশিয়াম অ্যান্টগনিস্টস উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে দেয় এই তিনটি খাবার

জয়েন্টে ব্যথা বেশ প্রচলিত একটি সমস্যা। আর্থাইটিস ও গাউট জয়েন্টে ব্যথা হওয়ার অন্যতম দুটি কারণ। এ ছাড়া মাসেল স্ট্রেইনস, লিউকেমিয়া, বুরসাইটিস ইত্যাদি সমস্যার কারণে জয়েন্টে ব্যথা হতে পারে।কিছু খাবার রয়েছে, যেগুলো ব্যথাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই জয়েন্টের ব্যথা হলে এ খাবারগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। জয়েন্টের ব্যথা বাড়িয়ে তোলে এমন কিছু খাবারের নাম জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট টপ টেন হোম রেমেডি।১. প্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসপ্রক্রিয়াজাত মাংস ও লাল মাংসের মধ্যে রয়েছে পিউরিন নামের প্রোটিন। এটি গাউটের লক্ষণকে বাড়িয়ে তোলে।এ ছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাবারে এমন কিছু বিষাক্ত পদার্থ রয়েছে, যেগুলো প্রদাহ বাড়িয়ে তোলে। এমনকি মাংস খেলেও শরীরের প্রদাহ বাড়ে। তাই জয়েন্টে ব্যথা হলে এ ধরনের খাবার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়াই ভালো।২. পরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিপরিশোধিত চিনি বা কৃত্রিম চিনিতে এজিইএস নামে বিষাক্ত উপাদান থাকার কারণে এটি প্রদাহ বাড়ায়। পাশাপাশি অতিরিক্ত ক্যালরি থাকার কারণে এটি ওজনকেও বাড়িয়ে তোলে। অতিরিক্ত ওজন জয়েন্টের ওপর চাপ ফেলে এবং

ব্যথা বাড়ায়।৩. পরিশোধিত লবণপরিশোধিত লবণকে টেবিল সল্টও বলা হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। বিশেষ করে আপনি জয়েন্টের ব্যথায় ভুগে থাকলে এটি কম পরিমাণে খাওয়াই ভালো।এ ছাড়া পরিশোধিত লবণের মধ্যে রয়েছে অ্যাডিডিটিভ ও রাসায়নিক। এগুলো শরীরের তরলের ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পরিশোধিত এর বদলে পিংক সল্ট বা সি সল্ট খেতে পারেন।

শরীরকে সুস্থ রাখতে টক দই

টক দইয়ের প্রো বায়োটিক লিভারকে যেমন সুস্থ রাখে তেমনই এর জেরে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভারতীয় খানাপিনায় সারা বছর ধরেই দইয়ের আধিক্য বেশ ভালো রকম। চটজলদি ব্রেকফাস্ট বানাবেন। টক দই আর সঙ্গে কলা, আপেল, আম কিংবা আপনার পছন্দের যে কোনো ফল মিশিয়ে ঘুরিয়ে ফেলুন মিক্সারে। তৈরি আপনার সুপার হেলদি ব্রেকফাস্ট। লাঞ্চের জন্য বানাচ্ছেন চিকেন, মাটন বা ফিশ কারি। দুই চামচ টক দই ফেটিয়ে মিশিয়ে ফেলুন কারিতে। বদলে যাবে স্বাদ। ডিনারে রয়েছে রুটি-তরকারি। সঙ্গে থাকে এক বাটি রায়তা। তবে কেবল খাবারের স্বাদ বদলাতেই নয়, দইয়ের স্বাস্থ্যগুণও অনেকখানি। টক দইয়ের প্রো বায়োটিক উপাদান লিভারকে যেমন সুস্থ রাখে তেমনই এর জেরে কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণ থাকে। অনেকেই দুধ খেতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে ভরসা রাখতে পারেন দইয়ের উপর। দুধের তুলনায় দই অনেক বেশি সহজপাচ্য। শরীরকে ডি টক্সিফাই করতে দইয়ের জবাব নেই। শরীরের টক্সিন যত সরবে, সুস্থতার পথে ততই এগিয়ে থাকবেন আপনি।

ত্বকের যত্ন নিতে কমলালেবুর খোসা

কমলালেবুর খোসাতে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান। শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে আগমন ঘটে কমলালেবুর। কাশ্মীর থেকে কর্ণাটক, দিল্লি থেকে কলকাতা সর্বত্রই বাজার ছেয়ে যায় কমলালেবুতে। শীতের এই কটা মাস চুটিয়ে লেবু খাওয়ার সময়। প্রতি দিন ডায়েটের তালিকায় একটা করে লেবু তো অবশ্যই রাখবেন। তা ছাড়াও কমলালেবুকে ত্বকের যত্নের জন্য ব্যবহার করুন।

শীত আসা মানেই ত্বকে টান টান ভাব। হাজার ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করার পরও যাচ্ছে না ত্বকের শুষ্কতা। নিষ্প্রাণ ত্বকের যত্ন কমলালেবুর থেকে ভালো আর কেই বা রাখতে পারে? শুধু যে কমলালেবু তা নয়, কমলালেবুর খোসার গুণও কম নয়। সমাধান যখন হাতের এত কাছেই তখন চট করে জেনে নিন কমলালেবুর খোসা আপনার কী কী কাজে আসতে পারে। কমলালেবুর খোসাতে থাকে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টি ফাঙ্গাল উপাদান। যা আপনার মুখে হওয়া ব্রণের বিরুদ্ধে কাজ করে মুখকে ব্রণ করে তোলে। একটি গোটা কমলার খোসা ১ কাপ জলে সিদ্ধ করে নিয়ে সেই জল ধোঁয়ার কাজে ব্যবহার করুন।

সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলে যা করবেন

সন্তান লাভের চেষ্টা করছেন কিন্তু সে চেষ্টা বরবার ব্যর্থ হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে এমন দুঃখজনক সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। কোনো দম্পতি সন্তান নিতে যাচ্ছে কিন্তুতাদের যে ইচ্ছা সফল হচ্ছে না। এ জন্য দুটো সমস্যা থাকতেপারে। যিনিপিতা হতে চাচ্ছেন তার শুক্রকীটের সমস্যা থাকতে পারে।

অন্যদিকে যিনি মা হতে চাচ্ছেন তার ডিম্বাণু সংক্রান্ত সমস্যা থাকতে পারে। এ ধরনের দম্পতিকে সাব ফার্টাইল বা ইন ফার্টাইল বলে অভিহিত করা হয়। আসুন জেনে নেই সন্তান ধারণে ব্যর্থ হলেযা করবেন

গুড টাইমিং' খুবই জরুরি

সবার ক্ষেত্রে এ কথা সত্য না হলেও স্বাভাবিক নিয়ন অনুযায়ী মেয়েদের মাসিকের গড় চক্রকালে ২৮ দিন অনেকের অবশ্য মাসিক অনিয়মিতও হয়ে থাকে। তাই 'ওভুলেশন' বা ডিম্বোস্ফোটনের সাতদিন পর্যন্ত স্বামী বা পার্টনারের সঙ্গে সহবাস করলে একজন নারীর গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সবচেয়ে বেশি।

মানসিক চাপকে দূরে রাখুন

সন্তান না হওয়ার করাণে অনেক নারী মানসিক চাপে ভোগেন। আবার আমাদের সমাজে পরিবার এথকেও চাপ আসে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের চাপকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মতো করে থাকাটা ভালো। কারণ জোর করে সন্তান ধারণ করা বা সন্তানের মা হওয়া যায় না। এছাড়া মানসিক চাপ থাকলে তা শেষ পর্যন্ত সন্তানের জন্যও মঙ্গলজনক হয় না।

খাওয়া-দাওয়া

গর্ভধারণ করতে চাইলে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও কিছুটা সচেতন হতে হবে। যেমন আপনার খাবারের তালিকায় ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার থাকা জরুরি। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাদাম ও দুধ বা জাতীয় খাবারও গর্ভধারণে সহায়তা করে।

ফলিক অ্যাসিড বা আয়রণ ট্যাবলেট

গর্ভধারণ সহজ করার জন্য, অর্থাৎ জননক্ষমতা বাড়তেও জরায়ু সুস্থ রাখতে কিছু নিয়ম মানাযেতে পারে। এক্ষেত্রে ফলিক অ্যাসিড ও আয়রণ ট্যাবলেট সেবন করতে পারেন। তবে তা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে। হতাশা কিছুদিনন চেষ্টার পর সফল না হলে মন খারাপ বা নিজেকে দায়ী করার কিন্তু কোনো কারণ নেই। অনেকের ক্ষেত্রে সময় বেশি লাগতে পারে। আসলে গর্ভধারণ নির্ভর করে নারী, তাঁর জননক্ষমতা, ওভুলেশন বা ডিম্বোস্ফোটনের তারিখ, নারীর সাধারণ স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার ওপর।

'গুড টাইমিং' কখন?যদিও ডিম্বোস্ফোটনের একেবারে সঠিক সময় বোঝা কঠিন, তারপরেও বেশিরভাগ মেয়েরই ঋতুস্রাব শুরুর ১০ থেকে ১৫ দিন আগে ডিম্বোস্ফোটন হয়। অর্থাৎ এটাই সবথেকেউর্বর সমৈয়। কাজেই হিসেব করে সেভাবে যৌনমিলন হলে নারী গর্ভবতী হতে পারে। তবে শরীরে অন্য কোনো সমস্যা থাকলে অন্য কথা।

মানব দেহের কিছু অজানা মজার তথ্য

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। কতটুকও জানেন আপনি আপানার দেহ সম্পর্কে, তবে এবার আপনাদের জানাবো মানব দেহের আজব কিছু নতুন তথ্য। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা আপনার সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু আপনি নিজেই জানেন না। নিচে বিস্তারিত তুলে ধরা হলঃ১) আপনার মতো চেহারার প্রায় ৬ জন মানুষ রয়েছে পৃথিবীতে এবং আপনার পুরো জীবনে প্রায় ৯ সম্ভাবনা রয়েছে আপনার চেহারার কারও সাথে দেখা হওয়ার।২) আপনি যদি দিনের প্রায় ১১ ঘণ্টা বসে কাটান, তাহলে আপনার আগামী ৩ বছরের মধ্যে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় ৫০ শতাংশ। ৩) বালিশ ছাড়া ঘুমানোর অভ্যাস আপনার ঘাড় ও গলার ব্যথা থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং এর পাশাপাশি মেরুদণ্ড সুস্থ রাখে। ৪) একজন মানুষের উচ্চতা নির্ধারিত হয় তার বাবা ও তার ওজন নির্ধারিত হয় মায়ের মাধ্যমে।৫) মানুষের মস্তিষ্ক ৩ টি জিনিসের দিক থেকে নজর ফেরাতে পারে না, তা চোখের নজর হোক বা মনের নজর হোক।

আর সে ৩ টি জিনিস হচ্ছে খাবার, আকর্ষণীয় মানুষ ও বিপদ।৬) ডানহাতি মানুষেরা খাবার চিবোনোর সময় ডান চোয়াল ব্যবহার করেন।৭) অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মতে, ''যদি পৃথিবীতে মৌমাছি না থাকে তাহলে পৃথিবীর সব মানুষ ৪ বছরের মধ্যে মারা যাবে''।৮) পৃথিবীতে এত বেশি প্রজাতির আপেল রয়েছে যে, আপনি যদি প্রতিদিন ভিন্ন প্রজাতির ১ টি করে আপেল খান, তারপরও সবপ্রজাতির আপেল খেতে আপনার ২০ বছর সময় লাগবে।৯) আপনি খাবার ছাড়া প্রায় ৪ সপ্তাহ অর্থাত ২৮ দিন বেঁচে থাকতে পারলেও ১১ দিন না ঘুমালে আপনার মৃত্যু অনিবার্য।১০) যারা অনেক বেশি হাসেন তারা অন্যান্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি সুস্থ এবং ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী। বলা হয় বিষণ্ণতা রোগের সবচাইতে বড় ওযুধ হল হাসি।১১) ধূমপানের কারণে যত মানুষ মারা যায়, ঠিক তত মানুষই অলসতা এবং পরিশ্রমবিহীন জীবনের জন্যও মারা যান।১২) উইকিপিডিয়াতে যত তথ্য রয়েছে, মানুষের মস্তিষ্ক তার চেয়েও ৫ গুণ তথ্য ধারণ করার ক্ষমতা রাখে।১৩) আমাদের দেহ ৩০ মিনিটে যতটা তাপমাত্রা নির্গত করে তা দিয়ে দেড় লিটার জল ফুটানো সম্ভব।১৪) আমাদের পাকস্থলীতে যে অ্যাসিড রয়েছে, তা দিয়ে রেজর ব্লেড গলিয়ে ফেলা সম্ভব।১৫) মানুষ আনমনে আপনার জুতোর দিকে নজর দেবেন এটি মানুষের প্রাকৃতিক ব্যাপার। তাই সুন্দর জুতো পড়ুন। কারণ মানুষ অনেক সময় জুতো দেখেই ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করে ফেলেন।

ভারতের বাজারে আসছে নয়া বাইক

াজকের দিনে অল্প বয়সী এডভেঞ্চার প্রেমী ক্রেতাদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় বাইক। বিভিন্ন জায়গাতে বাইক নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করেন একধিক অল্প বয়সী যুবকেরা। আর সেই কারণেই বেশ কিছু কোম্পানির তরফে একাধিক মডেলের বাইক নিয়ে আসা হয়েছে ভারতের বাজারে। তবে এবারে জানা গিয়েছে ক্রেতাদের কথা ভেবে ভারতের বাজারে আসতে চলেছে নতুন বাইক. আকর্ষণীয় লুকের এই বাইক মন কাড়বে ক্রেতাদের, এমনই দাবি সংস্থার।

বাইক প্রেমীদের কাছে এই মুহূর্তে যথেষ্ট জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে একটি হল। মূলত চার চাকার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হলেও ক্রমেই বাইকের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে ত্নদ্বন্দ্র। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মডেলের বাইক তাদের তরফে আন্তর্জাতিক বাজারেও নিয়ে আসা হয়েছে। পাশপাশি ভারতের বাজারেও বেশ কিছু মডেল নিয়ে আসা হয়েছে তাদের তরফে। আর এবারে জানা গিয়েছে ভারতীয় ক্রেতাদের কথা ভেবে ১৮ আনা হবে। জানা গিয়েছে দাম রাখা হয়েছে ২৪ লক্ষ টাকা।

জানা গিয়েছে এই নতুন বাইকে রয়েছে বক্সের সুবিধা। অর্থাৎ এই বাইকে থাকবে ১৮০২ সিসি ইঞ্জিনের সুবিধা। এই বাইকের সব থেকে বেশি টর্ক ১৫৮ যা ইতিমধ্যে ৩০০০ এ পাওয়া যাচ্ছে। এই মুহূর্তে ভারতের বাজার পাওয়া যাচ্ছে একের পর এক বাইক। বিশেষ করে অল্প দামের মধ্যেও বেশ কিছু বাইক নিয়ে আসা হয়েছে ভারতের বাজারে।

এই বাইকে রয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইনের সুবিধা তার সঙ্গে থাকবে নত্রত্ম লাইটের সুবিধাও। তবে এই বাইকের দাম কত হবে তা এখনো জানা যায়নি। তবে অনুমান করা হচ্ছে সাধারণ ক্রেতাদের কথা ভেবে আনা হবে এই বাইকের দাম। এই নতুন বাইক ভারতের বাজারে আনা হলে তা যে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হবে তা অনুমান করা হচ্ছে। পাশপাশি ভারতীয় বাইকের বাজারে এই বাইক নিয়ে আসা হলে তা সুবিধা দেবে ক্রেতাদের।

গার্লস্ প্রাউটিষ্ট এর উদ্যোগে জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেয়। ছবি- নিজস্ব।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল লাদাখ, তীব্রতা মাত্র ৩.৬

লেহ, ৬ মার্চ (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। শনিবার সকালে লাদাখে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৫.১১ মিনিট নাগাদ মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল লাদাখের লেহ থেকে ১৪০ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ৩৪.৫৩ অক্ষাংশ এবং ৭৯.০৪ দ্রাঘিমাংশ। এদিনের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শুরু

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ মার্চ (হি.স.) : রিটার্নিং অফিসারদের বিজ্ঞপ্তি জারির সঙ্গে সঙ্গে করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি আসনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার কাজ আজ শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে। ১২ মার্চ বিকেল তিনটার মধ্যে অফিস খোলার দিন মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। ১ নম্বর রাতাবাড়ি বিধানসভা আসনের জন্য করিমগঞ্জের জেলাশাসকের কার্যালয়ের ভূমিতলের ১ নম্বর কক্ষে রিটার্নিং অফিসার নিসর্গ হিভরে বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কে ঈশান সিং-এর কাছে মনোনয়ন দাখিল করা যাবে। ২ নম্বর পাথারকান্দি বিধানসভা আসনের প্রার্থীরা জেলাশাসকের কার্যালয়ের ভূমিতলে কক্ষ নম্বর ২-এ রিটার্নিং অফিসার রাজেশন তেরন বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার অর্পিতা দত্ত মজুমদারের কাছে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারবেন। ৩ নং উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনের মনোনয়নপত্র জেলাশাসকের কার্যালয়ের প্রথম তলায় কক্ষ নং ৩-এ রিটার্নিং অফিসার জেলাশাসক আনবামুথান এমপি বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার অমলেন্দু রায়ের কাছে দাখিল করতে পারবেন। ৪ নং দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্রের জন্য জেলাশাসকের কার্যালয়ের দ্বিতলে ৪ নং কক্ষে রিটার্নিং অফিসার প্রদীপ কুমার গুপ্তা বা অতিরিক্ত রিটার্নিং অফিসার সৌভিক দত্তের কক্ষ নির্ধারিত রয়েছে। ৫ নং বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়নপত্র জেলাশাসকের কার্যালয়ের প্রথম তলায় কক্ষ নং ৫-এ রিটার্নিং অফিসার জেমস এইন্ড বা সহকারী রিটার্নিং অফিসার দেবজ্যোতির কাছে দাখিল করতে পারবেন। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া যে কোনও দিন মনোনয়নপত্র দাখিল করা যাবে। মনোনয়ন পত্র বিধানসভা আসনের সংশ্লিষ্ট কক্ষে পাওয়া যাবে। ওই নির্দিষ্ট কক্ষগুলিতে ১৫ মার্চ সকাল এগারোটা থেকে মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে। প্রার্থী অথবা তাঁর যে কোনও প্রস্তাবক কিংবা তাঁর নির্বাচনি এজেন্ট যাঁর কাছে মনোনয়ন বাতিল করার জন্য প্রার্থীর লিখিত নোটিশ রয়েছে ১৭ মার্চ বিকেল তিনটার আগে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য নোটিশ দাখিল করতে পারবেন। এদিকে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিক আনবামুথান এমপি শুক্রবার জেলার সংবাদ মাধ্যম এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পৃথক পৃথক দুটি বৈঠকে মিলিত হন। এতে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া সহ আনুষঙ্গিক বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন। রাজনৈতিক দলগুলির বৈঠকে জেলাশাসক জানান, শোভাযাত্রা সভা-সমিতির অনুমতির জন্য সুবিধা পোর্টালে দরখাস্ত জমা দেওয়া যাবে। রাজনৈতিক দলের সভায় কংগ্রেসের পক্ষে আবুল ফয়েজ চৌধুরী, বিজেপির পক্ষে দেবজিৎ রায়, সমাজবাদী পার্টির গোপাল চন্দ্র পাল, এনসিপির পিকে রায় এবং প্রশাসনের পক্ষে সব কয়টি বিধানসভা আসনের রিটার্নিং অফিসারগণ অংশ নেন। এদিকে মনোনয়ন জমার প্রথম দিন কোনও মনোনয়ন দাখিল হয়নি।

কাছাড়ের সোনাই বিধানসভা আসন কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দলীয় কর্মীদের

সোনাই (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলার সোনাই বিধানসভা আসন কংগ্রেসের হাতছাড়া হওয়ায় ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে দলীয় কর্মী মহলে। শনিবার বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা টায়ার জ্বালিয়ে তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে মহাজোটে সায় থাকলেও আসন ছাড়তে নারাজ সোনাই বিধানসভা এলাকার কংগ্রেস কর্মকর্তারা। সোনাই ব্লক কংগ্রেস সভাপতি থেকে শুরু করে দলের তৃণমূল স্তরের কর্মীরা প্রতিবাদে সরব হয়েছেন আজ। ফলে এলাকায় দেখা দেয় চরম উত্তেজনা। এদিকে গুয়াহাটিতে দলের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনের সামনে ব্লক কংগ্রেস সভাপতি খসরু আলম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক বাবুল আহমেদ বড়ভুইয়াঁ সহ অনেকে প্রদেশ কংগ্রেসের ইনচার্জ তথা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সম্পাদক জিতেন সিংহের পথ আগলে ধরে আসন ও প্রার্থীর দাবিতে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। এছাড়া সোনাই ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনেও সহস্রাধিক কর্মী সমর্থক জমায়েত হয়ে দলের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক এনামুল হককে প্রার্থিত্ব প্রদানের জোরালো দাবি জানান। সোনাই আসন এআইইউডিএফকে দেওয়া হয়েছে বলে খবর পেয়ে ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে টায়ার জ্বালিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানান এনামুল হকের সমর্থকেরা। জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আইনজীবী শামসুজ্জামান মজুমদার তীব্র ভাষায় ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, সোনাই অঞ্চলে অপ্রাসঙ্গিক এআইইউডিএফকে আসন দেওয়া হলে গণহারে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত কংগ্রেসের অসংখ্য নেতা ও কর্মী। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে আগুন জ্বলবে সোনাই এলাকায়। এই হুমকি দিয়েছেন শামসুজ্জামান মজুমদার। শামসুজ্জামান মজুমদার বলেন, সুস্মিতা দেবের পাশে রয়েছে সোনাই কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব শিলচর জেলা কংগ্রেস তথা ব্লক পর্যায়ের কংগ্রেস নেতাদের মতামতকে গুরুত্ব না দিলে কংগ্রেসশূন্য হবে গোটা এলাকা বলে স্পষ্ট হুমকি দেন বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরা। এদিন জেলা কংগ্রেস কার্যালয় প্রাঙ্গণে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক তথা অসমে দলের পর্যবেক্ষক জীতেন সিঙের ফটো সংবলিত বিশাল ফ্ল্যাক্স ও ব্যানার আগুন ধরিয়ে ভস্মীভূত করেছেন বিক্ষুব্ধ অসংখ্য কংগ্রেস নেতা কর্মীরা।

বরাকের প্রার্থী তালিকা বিজেপির নগ্ন চরিত্র প্রকট করেছে, বলেছেন বিডিএফ-প্রধান প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : বরাক উপত্যকায় দলের প্রার্থী তালিকা দেখে বিজেপির লোভ ও দুর্নীতিপরায়ণ উলঙ্গ চরিত্র বেরিয়ে পড়ছে, মন্তব্য বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়ের। আসন্ন নির্বাচনের জন্য গতকাল প্রকাশিত বিজেপির প্রার্থী তালিকা দলের সিন্ডিকেট-প্রীতির ফলাফল বলে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায়। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, এবার যাঁরা বিজেপির প্রার্থী তালিকায় ঠাঁই পেয়েছেন তাঁদের অধিকাংশই ইতিমধ্যে শাসকদল পরিচালিত সিন্ডিকেটরাজের দাক্ষিণ্যে অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক এবং দল বেছে বেছে এঁদেরই এবার টিকিট দিয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপির শাসনকালে এই উপত্যকা তথা রাজ্যে কয়লা, বালি, পাথর, কাঠ, গরু ইত্যাদির সিন্ডিকেটের রমরমা এবং তা দিয়ে পার্টির কোষাগার ফুলেফেঁপে উঠেছে। যদিও একটি হিসাব অনুযায়ী শুধু বরাকেই সরকারের ক্ষতি হয়েছে ২,০০০ কোটি টাকা। প্রদীপবাবু বলেন, বিজেপি কাকে প্রার্থী করবে না করবে তা নিয়ে বিডিএফ আদৌ চিন্তিত নয়। তবে রাজ্য সরকারের সেকেন্ড-ইন কমান্ড হিমন্তবিশ্ব শর্মার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কবীন্দ্র পুরকায়স্থের মতো বর্ষীয়ান নেতার সুযোগ্য ছেলে কণাদ পুরকায়স্থ বা মিশনরঞ্জন দাস কিংবা দিলীপকুমার পালের মতো তুলনামূলক স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নেতাদের ভাগ্যে প্রার্থিত্ব না জোটার এটাই অন্যতম কারণ। একই কারণে প্রার্থিত্বের ললিপপ দিয়ে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করিয়ে নিয়ে আসা প্রাক্তন বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালাও বঞ্চিত হয়েছেন। প্রদীপ দত্তরায় বলেন, এবারের বিজেপি প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে তাঁরা যে দিশপুর নেতৃত্বের কথায় সবসময়ই উঠবস করবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ তাঁদের টিকিট শীর্ষ নেতাদের কাছে বাঁধা রয়েছে। এঁদের দ্বারা বরাকের মতো অবহেলিত এক অঞ্চলের কোনও উপকার হবে না, বলেন প্রদীপ। বিডিএফ-এর মুখ্য আহ্বায়ক আরও বলেন, গোটা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় শাসকদল প্রার্থী দেওয়ার মতো একজন বাঙালি ব্যক্তিকে খুঁজে পায়নি। এর চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে? যেখানে ৫০ লক্ষ বাংলা ভাষাভাষী অবস্থান করেন সেখানে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার মতো একজন বাঙালিকেও প্রার্থী না করা এই দলের আদ্যন্ত বাঙালি বিরোধী চরিত্রকে আবারও প্রকট করেছে। তিনি এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বরাকের জনগণ তথা সমগ্র রাজ্যের বাঙালিদের বিজেপিকে ভোট না দিতে এবং বয়কট করার জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন।

দক্ষিণ করিমগঞ্জে সংগঠনশূন্য ‘অগপ’কে জোটের প্রার্থী দেওয়ায় বিজেপিতে বিদ্রোহের আগুন

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জে সংগঠনবিহীন অগপকে জোটের প্রার্থীপদ দেওয়ায় বিজেপিতে বিদ্রোহের আবহ সৃষ্টি হয়ে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ সহ গোটা করিমগঞ্জ জেলায় অগপ-র কোনও সংগঠন নেই, না-আছে কোনও নেতৃত্ব। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে প্রদেশ সভাপতিকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ রায়। প্রদেশ সভাপতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিতে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যও সই করছেন।
সম্ভাবনাপূর্ণ দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনকে রীতিমতো চক্রান্ত করে অগপ-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। আর এতে গেরুয়া দলের সক্রিয় কর্মী সমর্থকদের মধ্যে রীতিমতো বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু হয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জে। অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে অনেকে দল ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পর দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসন পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃবৃন্দ। আর এই স্বপ্নকে সাকার করতে ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কেন্দ্রের দুটি মণ্ডলের কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে তৃণমূল স্তরের কর্মী সমর্থকরা দিনরাত এক করে দলীয় প্রচার প্রসারে কোমর কষে মাঠ চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিজেপি নেতা কর্মীদের সেই লালিত স্বপ্ন গতকাল সন্ধ্যায় খানখান হয়ে যায়।
দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি অগপ-র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই বার্তা ছড়িয়ে পড়তেই দক্ষিণ করিমগঞ্জের কর্মী সমর্থকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নেওয়া সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করার আর্জি জানিয়ে প্রদেশ সভাপতিকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপি সভপতি অভিজিৎ রায়। প্রেরিত চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তে নির্বাচনে বিরূপ প্রভাব পড়বে। শুধু মণ্ডল সভাপতি নন, ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মণ্ডলের বিভিন্ন কর্মকর্তারাও। তাঁদের মতে, দক্ষিণ করিমগঞ্জে অগপ-র কোনও অস্তিত্ব নেই। নেই দলের কোনও সংগঠনও। এমন একটি সংগঠনবিহীন দলের হাতে সম্ভাবনাময় দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি ছেড়ে দিয়ে বিজেপি নিজের পায়েই কুঠারাঘাত করেছে বলে দলীয় নেতা কর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
১৯৯১ সালে অগপ এই আসনে পরাস্ত হয়েছিল। ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জোটসঙ্গী ছিল অগপ এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জে অগপ প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। পরিণামস্বরূপ অগপ প্রার্থীকে শোচনীয় পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মনে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছিল। কেননা এই কেন্দ্র থেকে দলীয় প্রার্থী কৃপানাথ মালাহে পক্ষে ৪৬ হাজার ভোট পড়েছিল। এর পর থেকেই দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনটি পুনরুদ্ধার করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন বিজেপি নেতা কর্মীরা। গত চার বছর ধরে মাঠ কামড়ে ছিলেন সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বহু সংখ্যালঘু মানুষ গেরুয়া বসন পরিধান করেন। কেন্দ্রের জনগণের দুঃখে-সুখে পাশে ছিলেন ইকবাল। এতে এই কেন্দ্রে ধীরে ধীরে তাঁর অনুগামীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এবার যদি ইকবাল টিকিট পেতেন তা-হলে সংখ্যালঘু ভোটের একটা বড় অংশ বিজেপির পক্ষে আসার সম্ভাবনা ছিল। সেই সঙ্গে বিজেপির চিরাচরিত সংখ্যাগুরু ভোটের বিরাট অংশ নিয়ে জয়ের সম্ভাবনাও প্রকট হয়ে উঠেছিল বিজেপির।
কিন্তু দলীয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের ফলে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিজেপি নেতা কর্মী ও সমর্থকদের সকল অঙ্কে গরমিল হয়ে যায়। দক্ষিণে দলীয় প্রার্থী প্রত্যাশী ইকবাল হুসেন, নীলোৎপল দাস, সুশান্ত দে, অভিজিৎ রায় প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে সংগঠনকে চাঙ্গা করে তুলেছিলেন। তাঁদের নিরলস কর্মতৎপরতায় দক্ষিণের তৃণমূল স্তরের কর্মী সমর্থকরা নির্বিচনে দলীয় প্রার্থীর জয় সুনিশ্চিত করতে টগবগ করে ফুটছিলেন। দিনরাত পরিশ্রম করে যে-সব কর্মী দলের সাংগঠনিক হাল দক্ষিণ করিমগঞ্জে ফিরিয়ে এনেছিলেন, আজ আসনটি অগপ-র হাতে চলে যাওয়ায় তারাও হাতাশাগ্রস্ত হয়ে মাথা চাপড়াচ্ছেন।

ছড়ায় ভোটের প্রচার দাদাঠাকুরের আমল থেকে ’২১-এর ভোট

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি.স.): এ রাজ্যের ভোট প্রচারে ছড়ার ব্যবহার নতুন নয়। দাদাঠাকুরের ভোটের গান তো বিখ্যাত হয়ে আছে। দাদাঠাকুর (২৭ এপ্রিল, ১৮৮১ - ২৭ এপ্রিল, ১৯৬৮), এই নামেই বাংলা সাহিত্যের পাঠক চেনেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিতকে। মুর্শিদাবাদের এই বরেণ্য রসিক মানুষটিকে নিয়ে লেখালেখি, চর্চা কম হয়নি। এখনও হয়ে চলেছে নিরন্তর। আসলে দাদাঠাকুর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শিবরামের মতোই ফিরে ফিরে আসেন তাঁর কথার কারিকুরি, রস-রসিকতা নিয়ে। ভোট এলে আরও বেশি করে মনে পড়ে তাঁকে। এ সময়ে ভোট নিয়ে তাঁর মজাদার ছড়া, কীর্তি-কাহিনি পড়লে মন বেশ ফুরফুরে হয়ে যায়। বর্তমান ভোট-রাজনীতির আঁশটে হাওয়ায় দাদাঠাকুরের ছড়া যেন দখিনা বাতাস।
সাম্প্রতিক অতীতেও ছড়ার মাধ্যমে যুযুধান প্রতিপক্ষেরা একে অপরকে বিঁধেছেন এমন উদাহরণ প্রচুর। ভোটে ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলকেই দেওয়াল লিখন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়া ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।
রাজনীতির অঙ্গনে ছড়ার ব্যবহার কেমন ছিল?
২০১৫-র পুরভোটে নবদ্বীপ পুরসভার একুশ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএমের দেওয়াল লিখন ছিল‘করলে তুমি ডেলোর কেলো। মদন মুকুল মাল কামালো। বলছে এখন চোরের মা। আমি কিছু জানি না।’ সে সময়ে পাহাড়ে সারদা কেলেঙ্কারিতে ডেলোর অতিথিনিবাসে সুদীপ্ত সেনের সঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর গোপন সমঝোতা বেশ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ছড়াটি তারই ফলশ্রুতি।
আবার ওই ভোটে তৃণমূলের প্রচারে শহরের বিভিন্ন দেওয়ালে দেখা গিয়েছিল কয়েকটি ‘কমন’ ছড়া‘হাতে নয়, কাস্তেতে নয়। ভোট নয় পদ্মফুলে। মা বোনেরা জোট বেঁধেছে, সব ভোট তৃণমূলে।’ কিংবা ‘বাম শাসনে শুধুই ভাঁওতা আর ভুল।
উন্নয়ন মানেই তৃণমূল।’
নবদ্বীপের চারিচারা পাড়ায় পনেরো নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম প্রার্থীর সমর্থনে লেখা হয়
‘চা মিষ্টি তেলেভাজা,
বাংলা হবে শিল্পে তাজা।
পরিবর্তনের কালো রাত,
দিদির সফর সঙ্গী জালিয়াত।
ত্রিফলা থেকে লেক মল,
তৃণমূল চোরের দল।’
বলাই বাহুল্য, সে সময়ে লেক মল হস্তান্তর এবং কলকাতা পুরসভার ত্রিফলা আলোর কেলেঙ্কারি সংবাদপত্রের শিরোনামে মাত্রা পেয়েছিল।
২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটেও ছড়াকারদের ভালই চাহিদা ছিল। দেওয়ালেও রঙ-তুলিতে ফুটে ওঠে চিত্তাকর্ষক ভোটের ছড়া। কালনার খেলারমাঠ ১ নম্বর সংসদের দেওয়ালে তৃণমূলের ছড়া লেখা হয়, ‘পাড়ায় পাড়ায় আওয়াজ তোলো,
চৌকিদার বদলে ফেল’। পাশে প্রধানমন্ত্রীর ব্যঙ্গচিত্র। আবার কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে শোধ না করে কয়েকজন শিল্পপতির দেশ ছেড়ে যাওয়া নিয়েও বিজেপিকে ছড়ার মাধ্যমে সমালোচনা করে পাশের এলাকায় তৃণমূলের ছড়া, বিজেপির মানে জানুন, বি মানে ব্যাংক, জে মানে ঝাড়ো, পি মানে পার্টি, বিজেপিগু ব্যাংক ঝাড়া পার্টি।
‘১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে দেওয়ালে তৃণমূলের প্রতীকের পাশে ছড়া লেখা হয়,
‘ঝকঝকে রাস্তা, চকচকে আলো,
জনগণ বলছে, মমতাই ভাল’।
আবার একই ছড়াই তৃণমূল কটাক্ষ করেছিল বিজেপি ও সিপিএমকে। তৃণমূলের প্রতীকে ভোট দেওয়ার আর্জি জানিয়ে লেখা হয়,
“পদ্মফুল শুকিয়ে গিয়েছে, মরচে ধরেছে কাস্তে, তৃণমূলকে ভোট দিয়ে, মানুষ চাইছে বাঁচতে’।
আরও লেখা হয়, ‘আপনার ভোট, আপনার রায়/ বাংলার মানুষ উন্নয়ন চায়’।
প্রবীণেরা স্মৃতি হাতড়ে জানালেন, ১৯৭৭ সালের ভোটে কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। ইন্দিরা গাঁধীও নিজের আসনে হেরেছিলেন। তিনি কংগ্রেস (আই) তৈরি করেন। সেই দলের প্রতীক ছিল ‘হাত’। পরবর্তী সময়ে হাত প্রতীককে কটাক্ষ করে বামেদের তৈরি ছড়া বিখ্যাত হয়ে রয়েছে
“ঝেঁকের মাথায় নিলি হাত/ ভোটে হবি কুপোকাত।” ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ও সিপিআইয়ের মধ্যে জোট হয়েছিল। সিপিএম লিখেছিল, “দিল্লি থেকে এল গাই/ সঙ্গে বাছুর সিপিআই।”
কেন ছড়ার উপরে জোর দেয় রাজনৈতিক দলগুলি?
সব রাজনৈতিক দলেরই বক্তব্য, নিরক্ষর মানুষও ছড়ার ছন্দে আমোদিত হয়ে গড়গড়িয়ে আওড়ে যান। গ্রামে আজও ‘ঘুমপাড়ানি’ ছড়ার প্রচলন রয়েছে। ছড়ার মাধ্যমে খুব সহজেই নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরা যায়। ছড়া ভাল হলে তা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এই প্রতীকে ভোট দিন এমন দেওয়াল লিখন এখন আর মানুষকে আকৃষ্ট করে না। বরং ছড়ার মাধ্যমে স্লোগান লেখা হলে মানুষ তা পড়েন। ভাল লাগলে আলোচনা করেন।”
গত লোকসভা ভোটে দেওয়ালে লেখা হয়েছিল, “বঙ্গে আসছে ঝড়, ভাঙবে মোদীর ঘর, বাংলা দেখাল পথ, ছুটবে দিদির রথ, দিদির বিকল্প নাই, ভারতে তৃণমূল চাই।”
কোথাও আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্টুন তৈরি করে লেখা হয়েছিল ”চৌকিদার চোর হ্যায়”।
“ভাঁওতাবাজির পনেরো লাখ/ চৌকিদারের মন কি বাত.../ এই বিজেপি যাক নিপাত/ যাক নিপাত যাক নিপাত” এ ভাবেই দেওয়ালে ছড়া লিখে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচার করে তৃণমূল। ওই ভোটে ছড়া-যুদ্ধে পিছিয়ে ছিল না বিজেপি বা বামেরাও। ছড়ার মাধ্যমেই তৃণমূলের প্রতি আক্রমণ শানায় তারা। গাইঘাটা এলাকায় ডিওয়াইএফের তরফে ছড়ার মাধ্যমে তৃণমূল-বিজেপিকে এক সঙ্গে আক্রমণ করে দেওয়াল জুড়ে লেখা হয়েছিল“মিলে মিশে লুটে খায়/ বুঝে গেছে জনতা/ ও পাড়ার মোদী আর এ পাড়ার মমতা।”
বিজেপির তরফে ওই ভোটে তৃণমূলকে কটাক্ষ করে লেখা হয় “দিদির পায়ে হাওয়াই চটি/ ভায়েরা সব কোটিপতি।” গোপালনগর এলাকায় একটি দেওয়ালে দেখা গিয়েছিল “আর নয় তৃণমূল/ এ বার ভোটে পদ্মফুল।”
এবার ভোটের ঘোষণা হয়েছে অপেক্ষাকৃত দেরিতে। তাই ঘোষণার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে জোরকদমে। কোথাও কোথাও প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছে প্রচার দেওয়ালে বা সামাজিক মাধ্যমে। কোথাও তৃণমূলনেত্রীর প্রচারে লেখা হয়েছে,
“এত বঞ্চনা, এত লাঞ্ছনা, এত কুৎসার ঢেউ,
তবু তুমি একাই একশো রুখতে পারবে না কেউ, সরাতে তোমায় চাইছে যারা, থামবে তারা থামবে,
তোমার পথেই জনস্রোত, বৃষ্টি হয়ে নামবে।’’
ব্যঙ্গচিত্রের সঙ্গে কার্টুনের ব্যবহার মানুষের মধ্যে দ্রুত প্রভাব ফেলে। ”আমাদের বাংলার সংস্কৃতি একটু খতিয়ে দেখুন। কত সহজে ব্যঙ্গচিত্র বা একটা ছড়ার মধ্যে দিয়ে কত কথা বলা হয়ে যাচ্ছে, দেখলে অবাক হতে হয়। ছড়া এখন ইটের দেওয়ালের চেয়েও বেশি দৃ্যমান সামাজিক মাধ্যমের দেওয়ালে। “সঙ্গে আছে জনতা /নবান্নে আবারও মমতা।“ বা, “দিদির ঝড় আসছে তেড়ে/ ভাগ দালাল বাংলা ছেড়ে”। বা, “সঙ্গে আছে জনতা/ হ্যাটট্রিকের পথে মমতা’। এ রকম ছড়ার পাশে আছে দিদিবিরোধী নতুন ছড়াও “ভুল করেছি শুধরে নেব;/ ভোটটা এবার বামেই দেব।’

শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্প্রতি কিছু ভোটের ছড়া উপহার দিয়েছেন নেটিজেনদের। যেমন “শিব ঠাকুরের নামে
আমরা বলি ব্যোম ব্যোম
ওরা ছবি চালান করেন
লাগিয়ে দেন ... ডোম
ভোট চাই বলার দম!
দিন উত্তম মধ্যম।“
বা “মাথায় তুলে পায়ের ঘাম/ দিদি চলে নন্দীগ্রাম।
নন্দীগ্রাম শুভেন্দুর দেশ,
(এবার) বাংলা থেকে টিএমসি শেষ।“ অথবা,
“মূল ছিল ভবানীপুর/ গিয়ে পড়ল অনেক দূর।
গোড়া কাটলে খড় হয়/ফুল পচে কি পরাজয়?“
অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন
“কে কে যেন ফিলিমের?
আর কারা ছিলিমের?
কোথায় ফাসটো ক্লাস?
গায় নাচে ভাঙ্গে গ্লাস?
কেস খায় কমিশন
বোমা বাঁধে টন টন
এবারের সংগ্রাম
নতুন ফন্দিগ্রাম!“

তৃণমূলের প্রার্থী হতে না পেরে প্রকাশ্যে ফেসবুকে ক্ষোভ দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেওর

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূলের প্রার্থী হতে না পেরে প্রকাশ্যে ফেসবুকে ক্ষোভ জানালেন দিব্যজ্যোতি প্রসাদ সিংদেও। পুরুলিয়া বিধানসভায় প্রার্থী না হওয়ায় সোশাল মিডিয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ তাঁর।
২০১৬-র ভোটে তিনি পুরুলিয়া কেন্দ্রের প্রার্থী হন। হেরে যান প্রায় পাঁচ হাজার ভোটের ব্যবধানে। এবার ওই কেন্দ্রের প্রার্থী হবেন ভেবে কাজ করছিলেন কয়েক মাস ধরে। ফেসবুক পোস্টে ক্ষোভ উগড়ে তিনি শনিবার লেখেন, “আমার পরিবার ৭০ বছর ধরে রাজনীতিতে। একজন সাংসদ, চার বিধায়ক, একজন জেলা পর্ষদের চেয়ারম্যান (এখন যাকে বলে সভাধিপতি), একজন মিউনিসিপালিটি চেয়ারম্যান। কিন্তু কোনও দুর্নীতি, কাটমানি, তোলাবাজির অভিযোগ নেই।“
পাঁচ দিন আগেও ফেসবুকে আপলোড করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। আর টিকিট না পেয়ে গতকালই বড় বড় হরফে লিখেছেন, “আমার বাবা স্বর্গীয় কে পি সিং দেও আমাকে রাজনীতিতে নিয়ে এসে যে স্বচ্ছতার কথা শিখিয়েছিলেন। আজকে আমার সেই কথা ভুল মনে হচ্ছে।আজ আমার মনে হচ্ছে রাজনীতিতে স্বচ্ছতার কোন দাম নাই।”
প্রতিক্রিয়ায় বিষ্ণুচন্দ্র পাল লেখেন, “তোমার বাবা স্বর্গীয় কে পি সিং দেও একজন জননেতা ছিলেন, উনি যখন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন আমি ওনার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করেছি, আমাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো ছিল। তুমি রাজনীতিতে নবাগত, একজন দাদা হিসেবে তোমাকে একটা কথা বলব রাজনীতিতে ইমোশনের কোন দাম নেই, আজকে পুরস্কার জুটলে কালকে তিরস্কার পেতেই পারো, তুমি আবেগপ্রবণ হলে রাজনীতিতে কখনোই অগ্রসর হতে পারবে না, যে দলই করো, ধৈর্য সহকারে করো রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু হয়না নিজেকে গুরুত্বহীন মনে করার কোন কারণ দেখিনা। জনসংযোগ বাড়াও নিজের কাজ করে যাও, তোমার বাবা অনেক খারাপ সময়ে রাজনীতি করেছেন, তিনি কখনো আপস করেননি, যেটা সঠিক মনে করেছেন তা করে গেছেন। যার লক্ষ্য ঠিক আছে সে কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। ভালো থেকো ভাই।“
প্রতিক্রিয়ায় বিবেকানন্দ ত্রিপাঠি লেখেন, “ভালই হয়েছে। হারার জন্য দাঁড়াও নি। হার নিশ্চিত। ৯-০ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বুঝতে বড় দেরী করলে বাবা। ভোটে লড়তে গেলে দলের উপর তলার নেতাদের খুশ করতে হয় আবার ভোটারদেরও।প্রথমেরটা পারনি। আর একটা এই দলে যার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ থাকবে, দলে সে তত প্রাধান্য পাবে।আগে এলে বলে দিতাম। এখন সব হাতছাড়া।“
অনিমেষ পান্ডে লিখেছেন, “দাদা আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে পছন্দ করিনা, কিন্তু তোমাকে পছন্দ করি। বাস্তব কথা রাজনীতিতে স্বচ্ছতার কোন দাম নেই...।“ নুরুল হুদা আনসারি লিখেছেন, “দুঃখজনক খবর, তবে প্রভু যা করেন ভালো করেন। আজকে দুঃখ হচ্ছে দুই মাস পরে হাসবেন এবং নিজেই বলবেন প্রভুর বড়ো কৃপা ছিল তাই আমি টিকিট পেলাম না। সবর কা ফল মিঠা হোতা হ্যায়।“
পবিত্রকাজল সরকার লিখেছেন, “ভাইপো, মনে দুঃখ রেখো না, রেজাল্ট বেরনোর পর তুমিই হাসবে। মিলিয়ে নিও।“ দেবাশিস দাস লিখেছেন, “আগের কোন কথাই বর্তমান সমাজ জীবনে প্রযোজ্য নয়।হিসেব একদম মেলেনা।“ রঞ্জিত কুমার সহিস লিখেছেন, “রাজনীতি জিনিসটা ত তাই দাদা। কেউ রঙ বদল করেও কেমন জায়গা করে নিচ্ছেন দেখুন। আবার যাঁরা দীর্ঘকাল দল ভালোবেসে সব কিছু হারিয়েছেন, তাঁরা আজ অবহেলিত।“ অরবিন্দ পান্ডে লিখেছেন, “দাদা চিন্তা করবেন না। যা হয় ভালো কিছুই হয়। সুজয় বেনার্জী গোহারা হারবে দেখে নিবেন। তখন দিদি যে কী ভুলটা করেছেন বুঝতে পারবেন।“ দেবব্রত মাহাতো লিখেছেন, “দাদা আমরা মনে করেছিলাম তোমাকে প্রার্থী করবে। কিন্তু সব উল্টো পাল্টা হয়ে গেল। তাই আমাদের মন ছোট হয়ে গেল।“হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সিপিএম রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার। ছবি নিজস্ব।

বাংলায় তারকা জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় চরম অখুশি নেটিজেনদের একাংশ, বয়কটের ডাক

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকায় তারকাদের ছড়াছড়ি। কিন্তু তারকা জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকায় চরম অখুশি নেটিজেনদের একটা বড় অংশ। দাবি তুলেছেন, "জনগণকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে ফিল্ম স্টারদের আর দরকার নেই।"

রাজ চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, সায়নী ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সি, মনোজ তিওয়ারি, জুন মালিয়ার মতো তারকাদের প্রার্থী করেছে তৃণমূল। বর্ষীয়ান লেখক-সাংবাদিক পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "অভিনেতাদের ভোট দেওয়া মানে সংসদে বা বিধানসভায় একটি আসন নষ্ট করান রাজনৈতিক দলগুলি তারকা দেখলে হামলে পড়েন কারণ পাবলিক তাদের ভোট দেবার জন্য মুখিয়ে থাকে। জনগণকেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে ফিল্ম স্টারদের আর দরকার নেইন আর তাদের ভোট নয়।" বরুণ দে লিখেছেন, "সব অভিনেতা অভিনেত্রী রা রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন আর বলছেন সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চাই খুবই ভালো কথা.... ও বলে রাখি অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী আমাদের যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে জিতেছেন জেতার পর আর দেখতে পাই নি এলাকাতে।" রুমা চক্রবর্তী লিখেছেন, "পাবেন না। উনি টিক টকে স্বল্প বেশে ব্যস্ত।" সোহিনী ঘোষ লিখেছেন, "এটা আমারও প্রশ্ন। আমিও একজন যাদবপুরবাসি। আশা রাখি যাদবপুরের মানুষ এই বিষয়টি এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যাননি। সব দিক বিবেচনা করেই এই বছর তাঁরা ভোট দেবেন।" প্রীতম মিদ্দা লিখেছেন, "দাদা আমিও যাদবপুরের গড়ফা অঞ্চলে থাকি, আমারো একই বক্তব্য।" দীপঙ্কর চক্রবর্তী লিখেছেন, "দাদা ওনাকে আপনি স্বপনে দেখতে পাবেন, সামনাসামনি না, ওনারা যে সেলিব্রেটি।" মধুমিতা বেরা লিখেছেন, "সেই জন্যই তো বিকাশ বাবু কে ভোট দিয়েছিলাম।" শিবাঞ্জন ঘোষ লিখেছেন, "এলাকার কথা বাদই দিলাম। পার্লামেন্টে ওনার ভূমিকা কি?" হাসানুর শেখ লিখেছেন, "ভোটে জেতার পর আর দেখতে পাওয়া যাবে না এদের।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এখনও ধোঁয়াসা বিজেপি-র প্রার্থী তালিকা নিয়ে

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি নন্দীগ্রাম থেকেই ভোটে দাঁড়াচ্ছেন। সেখানে তাঁর সাময়িক আস্তানা এবং যুদ্ধগৃহ প্রস্তুত। কিন্তু এখনও তালিকার দেখা নেই বিজেপির তরফে।

দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে, রাজ্য বিজেপির সদর দফতরে জেলা থেকে এসে পৌঁছেছে নাম। সেই নাম নিয়ে কাটাছেঁড়ার পর খসড়া তালিকা পৌঁছেছে দিল্লিতে। দিল্লি চলে গিয়েছেন রাজ্য বিজেপির প্রধান নেতারা। সেখানেও চলেছে দফায় দফায় আলোচনা। শোনা যাচ্ছে তালিকাও একপ্রকার তৈরি। কিন্তু তার পরেও এখনও তা সামনে আনেনি বিজেপি। সোম, মঙ্গল, বুধ এই তিনদিন রাজ্য বিজেপির নেতারা দফায় দফায় বৈঠক করেন। সেখান থেকে উঠে আসা নামগুলি যায় দিল্লিতে। রাজধানীর হেভিওয়েট বৈঠকে হাজির ছিলেন মুকুল রায়, শুভেন্দু অধিকারী, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কথা হয় ধাপে ধাপে। প্রথমে শিবপ্রকাশের বাড়ি, সেখান থেকে জে পি নাড্ডার বাড়িতে খসড়া তালিকা নিয়ে কথাবার্তা চলে। পরে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা। এই বৈঠকে আসেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। জানা যাচ্ছিল শুক্রবার অন্তত সাতটি আসনের তালিকা দিয়ে দিতে পারে বিজেপি। কিন্তু সময় নিল পদ্ম শিবির, এখানেই প্রশ্ন, কেন?

রাজনৈতিক মহলের পর্যবেক্ষণ ৭ তারিখ ব্রিগেডের চুম্বকটিকে ধরে রাখতে চাইছে বিজেপি। আগে থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলে যদি কোনও মনোমালিন্য বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ধরা পড়ে যায় তাহলে তার আঁচ পড়তে পারে ব্রিগেডে। সেই কারণেই প্রার্থী তালিকা সামনে আনতে চাইছে না বিজেপি। অন্য একটি মত হল, বিজেপি চাইছিল তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় কারা থাকছেন কারা থাকছেন না, কী ধরনের সোস্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খাটিয়ে তৃণমূল প্রার্থী তালিকা করল, পুরোদস্তুর তালিকাটা মিলিয়ে নিতে। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম না থাকায় বিক্ষুব্ধরা অনেকেই যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন মুকুল রায়ের সঙ্গে। তাদের কেউ শেষবেলায় টিকিট পেয়ে যেতে পারে জল্পনা রয়েছে এমনও। সম্ভবত এই সব মিলিয়েই প্রার্থীতালিকা ঘোষণার বিষয়টি ক্রমেই দূরে ঠেলে দেওয়া। যদিও তাতে সম্ভব্য নামগুলি নিয়ে জল্পনা থামছে না। অন্তত ডোমজুরে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারী, এ দুই নাম তো চোখ বুজে বলে দিচ্ছেন প্রায় সক্কলে।

দুর্নীতি ও হিংসা নয়, বঙ্গবাসী উন্নয়ন চান : দীনেশ ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): "রাজনীতি কোনও খেলা নয়। উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) খেলার চক্করে আদর্শই ভুলে গিয়েছেন।' বিজেপিতে যোগ দিয়েই তৃণমূল সুপ্রিমো তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। শনিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল দীনেশকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই দীনেশ বলেছেন, 'বাংলার মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা উন্নয়ন চান, দুর্নীতি ও হিংসা নয়। পরিবর্তনের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন বাংলার মানুষ। রাজনীতি কোনও খেলা নয়। উনি খেলার চক্করে আদর্শ ভুলে গিয়েছেন।"

গত ১২ ফেব্রুয়ারি রাজ্যসভার অধিবেশন চলাকালীন নাটকীয় ভাবে তৃণমূল ছেড়েছিলেন দীনেশ। ইস্তফা দিয়েছিলেন সাংসদ পদ থেকেও। তৃণমূলে 'দমবন্ধ' হয়ে আসছে, তাই 'অন্তরের ডাকে' অন্য ভাবে মানুষের সেবা করতে চান বলে জানিয়েছিলেন তিনি। জল্পনা চলছিল দীনেশ বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, শনিবার সেই জল্পনাই সত্যি হল।

দুর্গাপুর ইস্পাতে গ্যাসে অসুস্থ ১০

দুর্গাপুর, ৬ মার্চ (হি.স.) : কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসে গ্যাস আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হল ১০ শ্রমিক। শুক্রবার রাত্রে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায়। ঘটনায় মেঘনাথ মন্ডল(৫০) নামে কারখানার এক স্থায়ী শ্রমিককে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার হাসপাতালে পরে বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গ্যাসের কবলে এসে অসুস্থ আরও ৯জন শ্রমিকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ঘটনায় জানা গেছে, সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় দু'নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসে আচমকা গ্যাস বের হয়। ফার্নেসে মুলত কার্বণ মনোক্সাইড সম্বলিত গ্যাস। তার সংস্পর্শে এসে ১০ জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কারখানার দমকলকর্মীরা উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত শ্রমিকদের উদ্ধার করতে গিয়ে, দমকল বাহিনীর কয়েকজন সদস্য গ্যাসের কবলে পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের উদ্ধার করে প্রথমে কারখানার হাসপাতালে পরে দুর্গাপুর ইস্পাতের মেন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, অসুস্থদের মধ্যে ২জন অস্থায়ী শ্রমিক এবং ১জন স্থায়ী শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত, ব্রাজিলে মোট মৃত্যু বেড়ে ২৬২,৯৪৮

রিও ডি জেনেইরো, ৬ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। দৈনিক করোনা-সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না, দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে আক্রান্তের সংখ্যা। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২.৬২ লক্ষেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ১ হাজার ৭৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৯৪৮-তে পৌঁছেছে।

সংক্রমণও দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৫,৩৩৭ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ ব্রাজিলে ১০,৮৭১,৮৪৩ জন করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ৯,৬৭১,৪১০ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৮৫ জন, তাঁদের মধ্যে ৮,৩১৮ জনের (০.৯ শতাংশ) শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক।

টিকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, করোনার থেকে দেশকে বাঁচাতে সবাই অবদান রাখুন : গড়করি

নাগপুর, ৬ মার্চ (হি.স.): সস্ত্রীক করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। শনিবার সকালে নাগপুর এইমস-এ করোনা-টিকা নিয়েছেন নীতিন গড়করি ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চন গড়করি। প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন তাঁরা। করোনা-ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'টিকা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত, করোনার থেকে দেশকে বাঁচাতে সবাই অবদান রাখুন।' গত সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাচ্ছেন।

শনিবার সকালেই সস্ত্রীক নাগপুর এইমস-এ পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। করোনা-টিকার প্রথম দফার ডোজ নেওয়ার পর টুইট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'নাগপুর এইমস-এ গিয়ে আমি ও আমার স্ত্রী করোনা ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলাম। এই টিকা সুরক্ষিত, আপনারা সবাই করোনা ভ্যাকসিন নিন এবং করোনার থেকে দেশকে বাঁচাতে নিজেদের অবদান রাখুন।'

ব্রিগেডে বিজেপি সমর্থক আনতে ভাড়া নিচ্ছে তিনটি ট্রেন

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : লক্ষ্য ব্রিগেডে ২০ লাখ মানুষের জমায়েত। আর সেই কারণে লক্ষাধিক খরচ করে ট্রেন ভাড়া করছে বঙ্গ বিজেপি। রবিবার কলকাতায় ব্রিগেডে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর সেই সভাতেই বিশাল জনস্রোতের জোয়ার আনতে বদ্ধপরিকর দলের বঙ্গ শিবির।

এই কারণেই মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও আলিপুরদুয়ার উত্তরের তিন জেলা যেখানে বিজেপির ঘাঁটি শক্ত সেখানকার কর্মী-সমর্থকদের আনতে তিনটি বিশেষ ট্রেন ভাড়া করছে গেরুয়া শিবির। আইআরসিটিসির কাছ থেকে বিশেষ তিন ট্রেন ভাড়া নেওয়া হয়েছে। মালদহ ও আলিপুরদুয়ারের যে ট্রেনটি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত আসবে সেটি হবে ২২ বগির। যাদের জন্য বিজেপি মোট খরচ করছে ৪৮ লক্ষ টাকা। অপর একটি ট্রেন যেটি উত্তর দিনাজপুরের হরিশচন্দ্রপুর থেকে শিয়ালদহ অবধি আসবে সেটির বগির সংখ্যা হবে ১৮। যার ভাড়া হিসেবে রেলকে দিতে হবে ১৮ লক্ষ টাকা। ট্রেনগুলি কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এসে আবার ফেরত নিয়ে যাবে। পরিস্কার ও পরিচ্ছন করা ও পানীয় জলের দায়িত্ব রেলকেই নেওয়ার কথা বলেছে রাজ্য বিজেপি।

নিয়ম মেনেই বিজেপির কাছ থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে আইআরসিটিসির কর্তৃপক্ষ। শনিবার রাতেই তিনটি ট্রেন নির্দিষ্ট স্থান থেকে কলকাতার দিকে আসার জন্য রওনা দেবে বলে জানা গিয়েছে। রবিবার ভোর কিংবা সকালের মধ্যে কলকাতায় এসে ব্রিগেডের দিকে যাবেন কর্মী-সমর্থকরা। ৭ মার্চ ব্রিগেডে হেভিওয়েট সভায় রাজ্য থেকে কেন্দ্রের নেতাদের মধ্যে বিশেষ চমক হিসেবে উপস্থিত থাকবেন মিঠুন চক্রবর্তী। সূত্রের খবর, আগামীকালের বিকেলেই এই সভার শেষে রাজ্য বিজেপি তাঁদের ৬০ জনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে নজরকাড়া কেন্দ্র হয়ে উঠল নন্দীগ্রামই

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : ২৭ মার্চ মহাসংগ্রামের অপেক্ষায় নন্দীগ্রাম। ওই দিন সম্মুখসমরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর এক সময়ের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা সদ্য তৃণমূলত্যাগী শুভেন্দু অধিকারী। নিছক একটি আসন নয়, দুটি প্রধান দলের মর্যাদা এবং এই দু'দলের সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীর রাজনৈতিক শক্তির যুদ্ধস্থল হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম। জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার সরকারিভাবে নন্দীগ্রামের প্রার্থী হিসেবে শুভেন্দুবাবুর নাম ঘোষণা করে বিজেপি। সেই সঙ্গে প্রথম দু'দফার ৫৭ আসনের জন্য নিজেদের প্রার্থী তালিকাও ঘোষণা করে দেয় তারা। ১টি আসন জোটসঙ্গীদের অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়নের জন্য ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। শুভেন্দুর পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকজন প্রাক্তন তৃণমূল নেতা স্থান পেয়েছেন গেরুয়া শিবিরের প্রথম তালিকায়।

শুভেন্দুবাবু দল ছাড়ার পরই অবিভক্ত মেদিনীপুর তথা পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের অক্সিজেন কমতে শুরু করে। মেদিনীপুরের দোর্দন্ড প্রতাপ নেতা শুভেন্দুর বিজেপিতে যোগদান বড় ধাক্কা দেয় তৃণমূলে। কিন্তু মাষ্টারস্ট্রোক হিসেবে নন্দীগ্রামেই নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা করে মেদিনীপুরে তৃণমূলের অক্সিজেন বাড়িয়ে শুভেন্দুর পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত ১৮ জানুয়ারি নন্দীগ্রাম আসনে প্রার্থী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্য সভা থেকে নিজের নাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। ওইদিন নন্দীগ্রামের তেখালি মাঠের জনসভা শেষ হতেই ভোটের ঢাকে কাঠি পড়ে গিয়েছিল। তারপর থেকেই জল্পনা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুভেন্দুবাবুকেই দাঁড় করাতে চায় বিজেপি। শুভেন্দুবাবু নিজেও একাধিকবার প্রকাশ্য জনসভা থেকে নন্দীগ্রামে লড়াইয়ের ডাক দেন। চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন মমতাকে ৫০ হাজারের বেশি ব্যবধানে হারাবেন। শুভেন্দুবাবুর কাছে কোনও রাস্তা না থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কখনও ভবানীপুরে হেরে যাওয়ার তকমা আবার কখনও বহিরাগত বলে কটাক্ষ করতে থাকেন। আজ কানাঘুষো শোনা যায় নন্দীগ্রামেই প্রার্থী হচ্ছেন শুভেন্দু। গত দু"দিন আগেই জেপি নাড্ডার বাড়ির নির্বাচনী বৈঠকে নন্দীগ্রাম আসনেই দাঁড়ানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করেন শুভেন্দু।

কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

দেখাতে শুরু করে। বিক্ষোভ চলাকালীন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান যে, কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে কংগ্রেস দল পরিচালিত দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত রয়েছে। এই দশটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বরাবরই রাজ্যের বিজেপি দলের সরকার কিংবা প্রশাসন প্রথম থেকেই সর্বক্ষেত্রেই বিমাতৃ সুলভ আচরণ করে যাচ্ছে। এরমধ্যে নতুন ভাবে সংযোজন হয়েছে ভাতা।

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রকৃত গরীব মানুষদের নামের তালিকা তৈরি করে ব্লকের বিডিও এবং সিডিপিওকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পঞ্চায়েতের দেওয়া নামের তালিকা থেকে অধিকাংশ প্রকৃত গরীব মানুষদের বাদ দিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ী, ঠিকাদার, কয়েক শতক জায়গার মালিক সহ ধনাঢ্য মানুষদের ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বদরুজ্জামান আরও গুরুতর অভিযোগ জানান যে, সরকারি আইন না মেনে এক পরিবারের একটি রেশন কার্ড থেকে তিনজন চারজন মানুষকে ভাতা পাওয়ারও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তাও উনাদের বিপিএল কিংবা অন্ত্যোদয় কার্ডও নেই।

বদরুজ্জামান প্রকাশ্যেই বলেছেন যে, কৈলাসহরের বিভিন্ন কংগ্রেস পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি নেতারা গিয়ে বলছে টাকা দাও ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। বিজেপি দলের নেতারা টাকা নিয়ে সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মাকে টাকার কিছু অংশ দিয়ে পঞ্চায়েতের দেওয়া রেজুলেশন অর্থাৎ পঞ্চায়েতের দেওয়া সিধান্ত না মেনে সম্পুর্ন বেআইনি ভাবে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে কয়েকবারই কংগ্রেস দলের নেতারা সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মাকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে উনি কোনো ধরনের সদুত্তর দেননি।

এতে কংগ্রেস দলের নেতারা ক্ষিপ্ত হয়ে শনিবার হঠাৎ করে সিডিপিও অফিসে গিয়ে ঘেরাও করেন। জেলাশাসককে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিধান্ত নেওয়ার জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন।কংগ্রেস নেতা কর্মীরা সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মার উপর খুবই ক্ষুব্ধ। এদিন নেতৃত্বে ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান। এছাড়াও ছিলেন কংগ্রেস নেতা অহিদুজ্জামান, রুনু মিঞা, জুবের আহমেদ খান, হদিশ মিঞা সহ আরও অনেকে।

এডিসি

● প্রথম পাতার পর

আসনে প্রার্থী দিয়েছে। এডিসি-তে ২৮টি আসনে ২৫টি উপজাতি সংরক্ষিত এবং তিনটি আসন অ-সংরক্ষিত রয়েছে।

এদিন বিজন বাবু বলেন, এডিসি-তে বামফ্রন্ট ছাড়া উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর কথায়, কোনও রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে কুৎসা করে নয়, জনগণের স্বার্থে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বামফ্রন্ট। তাঁর বক্তব্য, ২০০০ সালে বন্দুকের নলে এডিসি দখল করেছিল আইপিএফটি। কিন্তু পাঁচ বছরে শুধু লুট হয়েছে এডিসি-তে। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় এডিসি নির্বাচনে সমস্ত অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। রাজ্যভাগের জিগির তুলে যারা সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনি ময়দানে ঝাঁপাবে বামেরা।

এদিন তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসে এডিসি-তেও তারা ক্ষমতা দখল নিতে চাইছে। তাতে অবশ্য তৃতীয় ইঞ্জিনের সুফল মিলবে, বিদ্রুপ করে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, রাজ্যের পরিস্থিতি আমাদের নির্বাচনি হাতিয়ার। তাই, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সুশাসন ফিরিয়ে আনা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং মানুষের কাজ ও খাদ্যের অভাব মেটানোই নির্বাচনে প্রচারের অন্যতম বিষয় হিসেবে গুরুত্ব পাবে।

বিজন ধর বলেন, প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বড় নেতা হওয়া বিবেচনার বিষয় ছিল না। কাজের হিসেবের নিরিখেই প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাতে, ১৭ জন নতুন স্থান পেয়েছে। তাঁর কথায়, প্রার্থী তালিকায় অধিকাংশই ৫০ বছরের নীচে বয়স। এছাড়া, শিক্ষিত এবং অবশ্যই বামপন্থী মানসিকতা হওয়া বাধ্যতামূলক। তবে, এবার অনেক হেভিওয়েট নেতা বাদ পড়েছেন।

সাব্রুমে

● প্রথম পাতার পর

হবে সাব্রুমে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে সাব্রুম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-র গেটওয়ে হচ্ছে।

তাঁর দাবি, ওই আইসিপি-তে যাত্রীদের জন্য অত্যাধুনিক টার্মিনাল, থাকার জায়গা, পণ্য লোডিং-আনলোডিং এর সুবিধা, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সহ সমস্ত আধুনিক সুবিধার ব্যবস্থা থাকবে। ওই আইসিপি-র চেহারা অন্য সমস্ত আইসিপি থেকে আলাদা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সংযোগ স্থাপনে আগামী ২৬ মার্চ সাব্রুমে মৈত্রী সেতুর উদ্বোধনেরও সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই সেতুর উদ্বোধন করবেন। ওই সেতু নির্মাণে সাব্রুম থেকে চিটাগাং বন্দরের দূরত্ব কমে হবে ৭০ কিমি এবং তাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে ত্রিপুরার। এতে চিটাগাং বন্দর থেকে বড় কন্টেনারে পণ্য আমদানি খুবই সহজ হবে। ফলে, উপকৃত হবে ত্রিপুরা সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

জেলা

● প্রথম পাতার পর

বন্ধ করতে হবে।প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মহিলাদের হাতে তুলে দিতে হবে ও শিক্ষায় মাতৃভাষার প্রাধান্য দিতে হবে। পন ও যৌতুক প্রথা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা চাকরি সহ জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিতে হবে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বিশেষ আর্থিক প্রকল্প ঘোষণা করতে হবে। গাঁজা মদ সহ নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে। নারী নির্যাতন বন্ধ করতে দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের সহযোগিতা আহ্বান করেছে সংগঠন।

করা হবে

● প্রথম পাতার পর

স্থাপন করা হবে। ইতিমধ্যেই ৩২টি সেকেণ্ডারি ওয়েস্ট সেগ্রিগেশন সেন্টার কাজ করছে। আরও ৪১টি এমন সেন্টার খুব সহসাই কাজ শুরু করবে। অধিকর্তা জানান, স্বচ্ছ শহর হিসেবে সারা দেশেই বিভিন্ন শহরের র‍্যাঙ্ক ঘোষণা করা হয়। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ২০১৮ তে আগরতলার র‍্যাঙ্ক ছিল ৪৪৮। ২০১৯ এ ৩৫৬ এবং ২০২০ তে ৩৪৮। স্বচ্ছ শহর হিসেবে আগরতলা ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে। ২০২১ সালের জন্য নাগরিকদের ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উন্নত প্রয়প্রনালী ব্যবস্থা ও স্বচ্ছতার জন্য আমরা যেন আমাদের শহরকে সমর্থন করি। আমরা সবাই যদি সচেতন হই তবে সারা দেশে আমাদের আগরতলা আরও ভাল অবস্থানে যেতে পারে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মেয়ে। এইদিকে ঘটনার খবর পেয়ে কলেজটিলা ফাঁড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। এক পুলিশ অফিসার জানান প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর আসল কারন জানা যাবে।

ব্যহত

● প্রথম পাতার পর

সমাধানের জন্য বহুবার নেতা-মন্ত্রী সহ কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে।কিন্তু এখনো পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকার ও প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

অঙ্গন

ভারতে রমরমিয়ে চলছে ক্রিকেট জুয়া, টাকা লেনদেনে ব্যবহার করা হচ্ছে বিটকয়েন প্রযুক্তি

বিরাট কোহালির নেতৃত্বে ভারতীয় দল যতই ভাল খেলুক, ফের ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া ভারতের ক্রিকেটে। আইসিসি-র দুর্নীতি দমন শাখার কর্তা আলেক্স মার্শাল ব্রিটেনের ‘দ্য টেলিগ্রাফ’-কে বলেছেন এই মুহূর্তে ভারতে ১২ জন জুয়াড়ি কাজ করে চলেছে। এখন আইসিসি-র কাছে ম্যাচ গড়াপেটার যে ৪২টি ঘটনা রয়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশতেই এই ১২ জন জুয়াড়ি জড়িত। জানা গিয়েছে, এখন বিটকয়েনের মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে চলছে ক্রিকেট গড়াপেটা ।মার্শাল জানিয়েছেন, পরিচিত এক জুয়াড়ির জিজ্ঞাসাবাদ চলছে দিল্লিতে। ফলে তিনি এবং আইসিসি-র দুর্নীতি দমন শাখা আশা করছে, খুব শিঘ্রই ম্যাচ গড়াপেটা চক্রের মূল মাথা তাঁদের হাতে চলে আসবে। কীভাবে জুয়াড়িরা কাজ করছে, তার একটা ছবিও তুলে ধরেছেন মার্শাল। ‘ইউভিএ টি২০ লিগ’ নামে একটি প্রতিযোগিতা চলছে পঞ্জাবের মোহালির কাছে একটি গ্রাম স্বরাতে। কিন্তু খাতায়-কলমে দেখানো হচ্ছে এই প্রতিযোগিতা চলছে শ্রীলঙ্কায়। এই প্রতিযোগিতায় গড়াপেটার অভিযোগে পঞ্জাব পুলিশ রবীন্দ্র ডান্ডিওয়াল নামে একজনকে গ্রেপ্তার করে। এই ব্যক্তি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় টেনিস ম্যাচেও গড়াপেটা করে থাকে বলে অভিযোগ। মার্শালের বক্তব্য অনুযায়ী অতিমারির সময়ে জুয়াড়িরা বেছে বেছে এমন ক্রিকেটারদের গড়াপেটার প্রস্তাব দিত, যাঁদের আর্থিক সঙ্কট তৈরি হয়েছিল ।ভারত থেকে কাজ চালানো এই জুয়াড়িরা এখন আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে জানিয়ে মার্শাল বলেন, “এখন টাকা লেনদেনের ক্ষেত্রে জুয়াড়িরা বিটকয়েন এবং অন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিচ্ছে। শুধু তাই নয়, জুয়াড়িরা এমন অ্যাপ ব্যবহার করছে, যেখানে মেসেজ থাকে না। এই জুয়াড়িরা বার্নার ফোন (প্রিপেড মিনিটযুক্ত চিপ ফোন, যা কিনতে গেলে কোনও নথি-তথ্য লাগে না) ব্যবহার করছে ।ক্রিকেট জুয়া রুখতে আইসিসি কিছু ব্যবস্থাও নিয়েছে। ভারতের দুর্নীতি দমন শাখার প্রধান অজিত সিংহ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে বলেছেন, বিভিন্ন রাজ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিত্তিক যে ক্রিকেট লিগগুলি হয়, সেগুলোর ওপর কড়া নজর রাখতে। এছাড়াও আইসিসি তাদের ওয়েব সাইটে পরিচিত জুয়াড়িদের নাম, ছবি দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ব্যাট হাতে ফের সচিন-বীরুর ঝড় ভারত উড়িয়ে দিল বাংলাদেশকে

জুটিতে লুটি। সচিন ও বীরু জুটি সহজে জয় এনে দিল। খেলায় চালু প্রবাদ আছে চ্যাম্পিয়নদের মৃত্যু হয় না। রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ম্যাচে সচিন তেন্ডুলকর ও বীরেন্দ্র সহবাগ সেটা ফের প্রমাণ করে দিলেন। বিশেষ করে সহবাগের ব্যাটিং বিস্ফোরণের সৌজন্যে যেন অতীত ফিরে এল। মুলত তাঁর ব্যাটিং তান্ডবের জন্যই বাংলাদেশ লেজেন্ডসের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে জিতল ভারত লেজেন্ডস। মাত্র ১১০ রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলেন বীরু। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেখান থেকেই যেন এই ইনিংস শুরু করলেন সহবাগ। চার মেরে ইনিংস শুরু করলেন। অর্ধ শতরান এল দুরন্ত ”আপার কাট”-এর সৌজন্যে। ৩৫ বলে ৮০ রানে অপরাজিত থাকেন সহবাগ। তাঁর ইনিংস ১০টি বাউন্ডারি ও ৫টি ওভার বাউন্ডারি দিয়ে সাজানো ছিল। ২৬ বলে ৩৩ অপরাজিত রইলেন সচিন। তিনি ৫টি বাউন্ডারি মারেন। বাংলাদেশের অধিনায়ক মহম্মদ রফিক প্রথম ওভার করতে এলে তাঁর উপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়েন বীরু। প্রথম ওভারেই এল ১৯ রান। এর পর থেকে পুরো ইনিংসে ”নজফগরের নবাব” যেন ঝড় তুললেন। ফলে তাঁর সঙ্গী সচিনের দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। মাত্র ১০.১ ওভারে ১১৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায় ভারত। আগামী ৯ মার্চ ইংল্যান্ড লেজেন্ডসের বিরুদ্ধে মাঠে নামবেন যুবরাজ সিংহ, ইরফান পাঠানরা। ছোটবেলার হিরোদের আবার ২২ গজে দেখতে পাওয়া। ব্যাট হাতে সেই বিধ্বংসী মেজাজ নস্টালজিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে। চোখ জড়ানো সেই চেনা কাট শট, পুল শট, হুক শট, আপার কাট। সত্যিই কয়েক মুহূর্তের জন্য আবারও নস্টালজিয়া ফিরিয়ে আনলো রোড সেফটি ওয়ার্ল্ড সিরিজ। সিরিজে ফের মাঠে দেখা যাবে অতীতের বহু কিংবদন্তিকে। মাঠে নামবেন লারা থেকে শচীন, দিলশান থেকে পিটারসেন, জন্টি রোডস। এই সিরিজে এদিন ভারতের সেই পুরানো জুটি শচীন ও শেহওয়াগের দুর্দান্ত ব্যাটিং দেখল ক্রিকেটপ্রেমীরা। রোড সেফটি ওয়ার্ল সিরিজে প্রথম ম্যাচে এদিন মুখোমুখি হয় ভারত লেজেন্ডস ও বাংলাদেশ লেজেন্ডস ।এদিন বাংলাদেশ লেজেন্ডসকে ১০ উইকেটে হারাল ভারত লেজেন্ডস। আর এই ম্যাচেই সেই আগের মেজাজে ব্যাট করলেন বিরু। শুরুটাও সেই পুরনো ছন্দেই করলেন ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকার। পাশাপাশি অন্যদিকে নিজের ছন্দেই ব্যাট করে গেলেন বিরু। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ ক্রিকেটপ্রেমীরা চেনেন বিধ্বংসী ওপেনার হিসাবে।

সুইস ওপেনের সেমিফাইনালে সিন্ধু শেষ চারে পৌঁছলেন শ্রীকান্তও

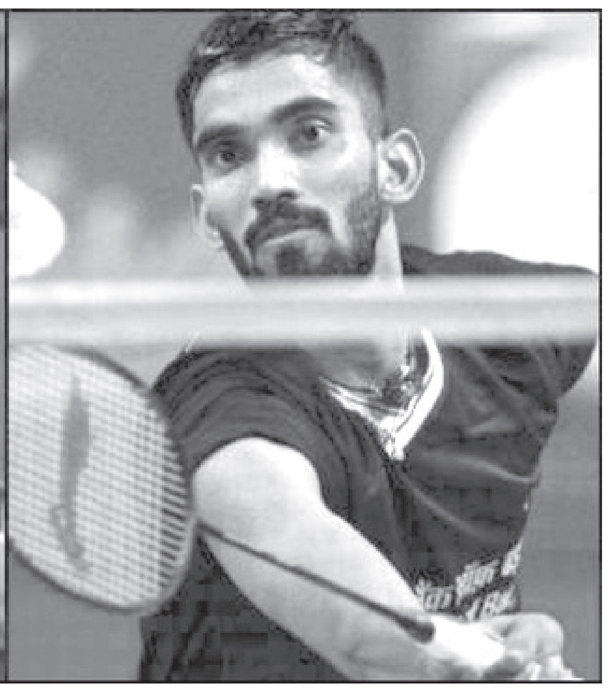

সুইস ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছলেন পিভি সিন্ধু। স্ট্রেট গেমে ম্যাচ জিতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন ভারতীয় শাটলার। অন্যদিকে কোয়ার্টার ফাইনালে দুর্দান্ত জয় হাসিল করেছেন ভারতের কিদাম্বী শ্রীকান্তও। ইভেন্টে দুই তারকার কাছ থেকে পদক আশা করছেন দেশের ক্রীড়া প্রেমীরা।সুইস ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডের বুসানান ওংবামরুংফানের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন পিভি সিন্ধু। প্রথম গেমে ২১-১৬ পয়েন্টের অনায়াস জয় পান ভারতের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন শাটলার। দ্বিতীয় গেমে থাইল্যান্ডের শাটলারের সঙ্গে সিন্ধুর তুল্যমূল্য লড়াই হয়। শেষ হাসি হাসেন ভারতীয় তারকা। ২৩-২১ পয়েন্টে ওই গেম এবং ম্যাচ জিতে নেন পিভি সিন্ধু।সুইস ওপেনের পুরুষদের বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে থাইল্যান্ডের কান্টাফন ওয়াংছারোয়েনের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন ভারতের কিদাম্বী শ্রীকান্ত। প্রথম গেমে দুই শাটলারের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। শেষ ২১-১৯ পয়েন্টে গেম জেতেন হায়দরাবাদি। দ্বিতীয় গেমের রাশ থাকে শ্রীকান্তের হাতে। ২১-১৫ পয়েন্টের দাপুটে জয় পায় ভারতের অভিজ্ঞ শাটলার।

সুইস ওপেনে সিন্ধু এবং শ্রীকান্তের দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দেখে একদিকে যেমন মুগ্ধ হচ্ছেন ভারতের ক্রীড়া প্রেমীরা, অন্যদিকে দেশের বাকি শাটলারদের হতশ্রী দশায় চোখ টাটিয়েছে টেনিস মহলের। ইভেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন স্বস্তিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও অশ্বিনী পুনাপ্পার মিক্সড ডবলস জুটি। মালেশিয়ার চান কিয়ান মেং ও লাই পেই জিং জুটির কাছে ১৭-২১, ২১-১৬ ও ১৮-২১ গেমে হেরে যান ভারতীয় শাটলাররা। অন্যদিকে সুইস ওপেন ৩০০ ইভেন্টের সিঙ্গলসে হেরে গিয়েছেন ভারতের অজয় জয়রাম। থাইল্যান্ডের শাটলারের কাছে ২১-৯, ২১-৬ গেমের লজ্জাজনক হার হজম করতে হয়েছে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন তারকাকে।

অপরাজিত থেকেও সেঞ্চুরি হল না হৃদয় জিতেও মন খারাপ সুন্দরের

ইংল্যান্ড: ২০৫/১০ (প্রথম ইনিংস)ভারত: ৩৬৫/১০ (প্রথম ইনিংস)মাত্র ৪ রান! ৪ রানের জন্যই শতরান থেকে বঞ্চিত থাকতে হল ওয়াশিংটন সুন্দরকে। অস্ট্রেলিয়ায় পন্থের মতই ব্যাট হাতে ঝলক দেখিয়ে এসেছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দর। মোতেরায় কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট শতরানের মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে সঙ্গীর অভাবে ভারতের ইনিংস শেযে ৯৬ রানেই অপরাজিত থাকতে হয় ওয়াশিংটনকে। ভারতও প্রথম ইনিংসে ফুরিয়ে যায় ৩৬৫ রানে। প্রথম ইনিংসে পন্থের শতরান এবং ওয়াশিংটনের ব্যাটে ভর করেই ভারত ১৬০ রানের লিড নিল ।গতকাল পন্থ-ধামাকার পর এদিন দেখার ছিল ওয়াশিংটন কেরিয়ারের প্রথম শতরান পান কিনা! অক্ষরের সঙ্গে দারুণ খেলছিলেন তিনি। ঋষভ পন্থ গতকাল আউট হয়ে যাওয়ার পরে অক্ষর-ওয়াশিংটন জুটি ৯৫ রানের পার্টনারশিপও গড়ে ফেলেন। সেই সময় হাফসেঞ্চুরির মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন অক্ষরও। তবে জো রুটের ডিরেক্ট থ্রো-য়ে ৪৩ রানে অক্ষর প্যাটেল আউট হতেই শেষ ভারতের প্রতিরোধ। স্কোরবোর্ডে আর কোনো রান যোগ হওয়ার ফাঁকেই বেন স্টোকস পরপর আউট করে দেন মহম্মদ সিরাজ এবং ইশান্ত শর্মাকে ।ক্রিজের অন্যপ্রান্তে তখন সঙ্গীর অভাবে শতরান পূর্ণ করা থেকে ৪ রান দূরে ওয়াশিংটন। আরো একবার শতরান মিস করলেও ওয়াশিংটন যে লম্বা দৌড়ের ঘোড়া তা প্রমাণ করে দিয়েছেন ইতিমধ্যেই। মোতেরার কঠিন পিচে যেখানে রুট, কোহলি, পূজারারা রান করতে হিমশিম খেয়েছেন সেখানে চাপের মুখে কি সাবলীল ব্যাটিং-ই না করলেন তিনি ।সবমিলিয়ে বল হাতে ইংল্যান্ডের সেরা পারফর্মার বেন স্টোকস। ভারতীয় ইনিংসে ৪ জনকে আউট করেছেন তিনি। জেমস আন্ডারসনের দখলে ৩ উইকেট। জ্যাক লিচ নিয়েছেন ২ উইকেট ।ভারত প্রথম একাদশ: রোহিত শর্মা, শুভমান গিল, চেতেশ্বর পূজারা, বিরাট কোহলি, অজিঙ্কা রাহানে, ঋষভ পন্থ, অক্ষর প্যাটেল, আর অশ্বিন, ওয়াশিংটন সুন্দর, মহম্মদ সিরাজ এবং ইশান্ত শর্মাইংল্যান্ড প্রথম একাদশ: ডম সিবলে, ড্যান লরেন্স, জ্যাক ক্রলি, জনি বেয়ারস্টো, জো রুট, বেন স্টোকস, অলি পোপ, বেন ফোকস, জ্যাক লিচ, ডম বেস, জেমস আন্ডারসন

‘ছয় মেরে শতরান! এ তো আমারই ছেলে’, কে বললেন ঋষভ পন্থকে?

জেমস অ্যান্ডারসনকে রিভার্স সুইপ মারেন ঋষভ পন্থ। তার পর জো রুটের বলে ছয় মেরে শতরান। ধারাভাষ্যকারদের মুখে বার বার উঠে আসছিল নজফগড়ের নবাবের নাম। বীরেন্দ্র সহবাগ নিজেও মেনে নিলেন পন্থ কিছুটা তাঁর মতোই খেলেছেন ।শুক্রবার সহবাগ টুইট করে লেখেন, ‘পন্থকে দেখলাম অ্যান্ডারসনকে রিভার্স সুইপ মারতে এবং ছয় মেরে শতরান করতে। এ তো আমারই ছেলে’। পন্থ যেন সত্যিই সহবাগের ছায়া। ব্যাট করার সময় ভারতের প্রাক্তন ওপেনার কত রানে ব্যাট করছেন তা যেন ভাবতেন না। মারার বল পেলে তিনি মারবেনই, সে যদি ২০০ বা ৩০০ করতে আউট হয়ে যান তাতেও পরোয়া করতেন না সহবাগ ।পন্থের ইনিংসে যেন দুটো দিক ছিল। প্রথম ৫০ রান করেছিলেন ৮২ বলে, পরের ৫০ রান করলেন ৩৩ বলে। ভারতের রান বাড়িয়ে দিলেন এক ঝটকায়। সেই সুবিধা নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেযে ৮৯ রানে এগিয়ে ছিল ভারত। তৃতীয় দিন ওয়াশিংটন সুন্দর এবং অক্ষর পটেল সেই লিড আরও কিছুটা বাড়িয়ে নেবেন নিঃ সন্দেহে।

NOTICE INVITING e-TENDER

Ref.No: F. 12(15)DFIVPM/IEC/RNTCP/2007(SUB-04) Date.- 26/02/2021

e-Tender is hereby invited on behalf of the State Health and Family Welfare Society, Tripura from resourceful, and bonafide licensed manufacturer or their authorized supplier/ Agency/Printer for "Printing & Supply of Multicolour Booklet on Tuberculosis" Under State Health 86 Family Welfare Society, Tripura.

The details of tender, list of items with indicative quantity and Tender Documents are made available on website (http://tripuratenders.gov.in). The last date/time of submission of the tender documents by online upto 05/04/2021 at 03.00pm. **All future modification/Seek clarification/ corrigendum shall be made available in the e- procurement portal, So bidders are requested to get the update themsel mes from th e-procurement web portal only.**

(Dr. Siddfiarth Shiv Jaiswal, IAS)
Mission Director, NHM
Govt. Of Tripura

শততম ম্যাচ থেকেই হরমনপ্রীত শুরু করতে চান বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

করোনা অতিমারিতে গত বছর বাতিল হয় মেয়েদের বিশ্বকাপ। ২০২২-এর মার্চে ফের মেয়েদের পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ আয়োজিত হবে। তার প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করছে ভারতের মহিলা ক্রিকেট দল। রবিবার থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ শুরু লখনউয়ে। ভারতীয় দলের সহ-অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর মনে করেন, এই সিরিজ থেকেই শুরু হতে চলেছে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ।শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে হরমনপ্রীত বলেছেন, “করোনার জন্য বহু দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে আমরা। ফের ভারতের জার্সিতে নামতে পারব ভেবেই ভাল লাগছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা যথেষ্ট শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। তাদের বিরুদ্ধে এই সিরিজ আমাদের কাছে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি মঞ্চ হিসেবে দেখা যেতে পারে। এই সিরিজ থেকে আগামী প্রত্যেকটি ম্যাচ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছি আমরা।” রবিবারই ভারতের জার্সিতে একশোতম ম্যাচ হরমনপ্রীতের। যা স্মরণীয় করে রাখতে চান তিনি। হরমনপ্রীত বলছিলেন, “একশোতম ম্যাচ মানে তো বিশেষ হয়েই থাকবে। চেষ্টা করব নিজের সেরাটা দেওয়ার। ভারত জিতলে সব চেয়ে খুশি হব।” এ দিকে, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজের দল থেকে বাদ পড়েছেন শেফালি বর্মা। সেই খবরে বিস্মিত প্রাক্তন অধিনায়ক ডায়ানা এডুলজি। তিনি বলেছেন, “এই মুহূর্তে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটারদের মধ্যে শেফালি অন্যতম। ও খুব বিরল প্রতিভা বলে আমি মনে করি। দল থেকে শেফালির বাদ পড়াটা আমার কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে।”

জ্বালানী তেল ও এলপিজির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠগুলির বিক্ষোভ মিছিল আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

২৪ ঘন্টায় তিনবার ড্রোন হামলা সৌদির বিমানবন্দরে

রিয়াদ, ৬ মার্চ (হি. স.) : ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের লাগাতার ড্রোন হামলা সৌদি আরবে। শুক্রাবার সৌদি আরবের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কিং খালেদ বিমান ঘাঁটিতে ২৪ ঘন্টায় তিনবার ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীরা ইয়েমেনের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি সাম্মাদ ড্রোন দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় কিং খালিদ বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে হুতি বিদ্রোহীরা। দুটি ড্রোনের মাধ্যমে বিমানঘাঁটির গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালানো হয়। খবরে বলা হয়, এর আগে শুক্রবার দিনের প্রথম দিকে তিনটি ড্রোন দিয়ে কিং খালিদ বিমানঘাঁটিতে হামলা চালায় হুতিরা। এছাড়া আসির প্রদেশের আবহা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরেও হামলা চালানো হয়েছে।

ইরানি মদদপুষ্ট হুতি বিদ্রোহীরা ২০১৪ সালে ইয়েমেনের রাজধানী সানা দখল করার পর দেশটির সৌদি সমর্থিত প্রেসিডেন্ট আব্দে রাব্বি মানসুর হাদিকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পরে আব্দে রাব্বি মানসুর দেশ ছেড়ে পালিয়ে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে চলে যান।

এর পর ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে সৌদি সামরিক জোট। তখন থেকে সৌদি শহরগুলোতে মাঝেমধ্যেই ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা করে ইরানের মিত্র হুতিরা।

দেশে তৈরি হওয়া করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ সুরক্ষিতঃ তোমর

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। শনিবার দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। টিকা নেওয়ার পর কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'দেশে তৈরি হওয়া করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। আপনারাও অবশ্যই টিকা নেবেন।'

গত সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাচ্ছেন। এদিন টিকা নেওয়ার পর টুইট করে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী জানিয়েছেন, 'নয়াদিল্লি আরএমএল হাসপাতালে গিয়ে করোনা থেকে সুরক্ষার জন্য টিকা নিলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতে বিশ্বের সবথেকে বড় টিকাকরণ অভিযান চলছে। দেশে তৈরি হওয়া করোনা ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। আপনারাও অবশ্যই টিকা নেবেন।'

ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলেন হেমা মালিনী

মুম্বাই, ৬ মার্চ (হি. স.): করোনাভাইরাসের ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিলেন বলিউড অভিনেত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সাংসদ হেমা মালিনী। শনিবার মুম্বইয়ের কুপার হাসপাতাল থেকে কোভিড টিকা নেন তিনি। টুইটার হ্যান্ডেলে নিজের ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় তোলা ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, ' কুপার হাসপাতালে, আমি জনসাধারণের সঙ্গে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছি।'এদিন তাঁর পরনে ছিল কালো রঙের এক টপ। মুখে টপের রঙের সঙ্গে মানানসই মাস্ক।

জল্পনার অবসান বিজেপিতেই যোগ দিলেন দীনেশ ত্রিবেদী

নয়াদিল্লি, ৬ মার্চ (হি.স.): গত ১২ ফেব্রুয়ারি আচমকাই তৃণমূল সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভা থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী। তারপর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে গুঞ্জন চলছিল বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন দীনেশ ত্রিবেদী। সেই জল্পনাই এবার সত্যি হল, শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন দীনেশ ত্রিবেদী। এদিন দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন দীনেশ ত্রিবেদী। দীনেশ ত্রিবেদী বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, 'দীনেশ ত্রিবেদীজি বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ভীষণ খুশি হয়েছি। তাঁকে অনেক অনেক অভিনন্দন।

করিমগঞ্জ জেলায় কুড়িটি সার্ভিলেন্স টিম কাজ করছে, রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ২০ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের জন্য কুড়িটি সার্ভিলেন্স টিম কাজ করছে। জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকায় সার্ভিলেন্স টিম তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। আদর্শ নির্বাচন আচরণ বিধি অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তথা রাজনৈতিক ব্যক্তি পরিচালিত হচ্ছেন কি না, তার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ দৃষ্টি রেখে চলছে এই সার্ভিলেন্স টিম।

এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় চারটি করে জোন হয়েছে। আর ওই জোন চারটির জন্য আলাদা আলাদা করে টিম তৈরি করা হয়েছে। এক একটি টিমে রয়েছেন চারজন। টিম-প্রধান সহ দুজন পুলিশকর্মী এবং একজন ভিডিওগ্রাফার।

ওই স্কোয়াড বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে ঘুরে মদ, টাকা বিতরণ চেকিং করবেন। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন থেকে নগদ অর্থ বহন এবং বেআইনি মদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও অনিয়ম পেলেও জনসাধারণকে সিভিজিল অ্যাপ-এ ভিডিও অথবা ছবি প্রেরণের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। গুগলপ্লে স্টোর থেকে সিভিজিল অ্যাপ ডাউন করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

এদিকে রাতাবাড়ি বিধানসভা এলাকা থেকে স্টেটিক সার্ভিলেন্স টিম আজ কুড়ি লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে। শনিবার তারা এই সাফল্য পেয়েছে। স্টেটিক সার্ভিলেন্স টিমের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। নজরদারি বাড়ানোর ফলে তারা এই সাফল্য পেয়েছে। গোটা জেলার পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রে স্টেটিক সার্ভিলেন্স টিম জোরদার তৎপরতা চালাচ্ছে। নির্বাচন আচরণ বিধি অনুযায়ী তাদের এই তৎপরতা।

এদিকে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দ্বিতীয় দিন শনিবার করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনের মধ্যে একটিতেও কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। ১২ মার্চ বিকেল তিনটা পর্যন্ত অফিস খোলা দিনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। করিমগঞ্জের জেলাশাসক কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া আগামী ১৫ মার্চ মনোনয়নপত্রগুলো স্ক্রুটিনি করা হবে। আগামী ১৭ মার্চ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১৩,১৬৬, মোট সুস্থ ৫.৫৮ লক্ষের বেশি

ইসলামাবাদ, ৬ মার্চ (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭১৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। সার্বিকভাবে দেখতে গেলে মোটের উপর নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে পাকিস্তানের করোনা-পরিস্থিতি। শনিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৭১৪ জন, এই সময়ে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩৮ জনের। ফলে পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ১৩,১৬৬ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭২৮ জন। পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ২১০ জন। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১৭,৩৫২। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৪.৪৮ শতাংশ।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রে জনসংযোগ কৈলাস বিজয়বর্গীয়র

কলকাতা, ৬ মার্চ (হি. স.) : ভোটের বাদ্যি বেজেছে বাংলায়। এবার নির্বাচনে বিজেপি-তৃণমূলের কড়া টক্কর। বাংলায় লড়াইয়ের পারদ আরও চড়ছে প্রধানমন্ত্রীর ব্রিগেড ঘিরে। শনিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্র ভবানীপুরে জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। ব্রিগেডের আমন্ত্রণপত্র বিলি করলেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়। তাঁকে ভবানীপুরের নর্দান পার্ক ও শরৎ বসু রোডে চায়ের দোকানে আমন্ত্রণপত্র বিলি করতে দেখা যায়।

রবিবার হাই ভোল্টেজ ব্রিগেড। প্রধানমন্ত্রীর সভা ভরাতে তৎপর গেরুয়া শিবির। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতিমধ্যে সমর্থকরা রওনা দিয়েছেন। এরই মাঝে সেই ব্রিগেডে সভার আগে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন বিধানসভা কেন্দ্রে কৈলাসবাবুর আমন্ত্রণপত্র বিলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এমনিতেই ভবানীপুর ঘিরে এবার রাজনীতির পারদ চড়ছে। প্রথমে কথা ছিল দুটি কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে লড়াই করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে তিনি জানিয়ে দেন শুধুমাত্র নন্দীগ্রাম থেকে লড়াই করবেন। বদলে এই কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির তরফে এই কেন্দ্রে প্রার্থী হতে পারেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়।

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, ভবানীপুরে কেন্দ্রে এবার জোর টক্কর হবে। বিজেপির কাছে যে দক্ষিণ কলকাতায় এই বিধানসভা অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা এদিন আরও একবার স্পষ্ট হয়ে গেল। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রকে পাখির চোখ করেছে বিজেপি। যেনতেন প্রকারণে এই কেন্দ্রে জিততে ইতিমধ্যে জনসংযোগ শুরু করে দিল গেরুয়া শিবির।

করোনা-টিকা নিলেন দলাই লামা সকলকে ভ্যাকসিন নেওয়ার আহ্বান

নয়াদিল্লি ও ধরমশালা, ৬ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা। শনিবার সকালে হিমাচল প্রদেশের ধরমশালায় জোনাল হাসপাতালে গিয়ে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রথম দফার টিকা নিয়েছেন দলাই লামা। টিকা নেওয়ার সকলকে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। ভিডিও বার্তায় দলাই লামা জানিয়েছেন, 'করোনা ভ্যাকসিন খুব উপকারী। বৃহত্তর সুবিধার জন্য টিকা নেওয়া উচিত। সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।'

বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা ছাড়াও এদিন করোনাভাইরাসের টিকা নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি। নাগপুর এইমস-এ করোনা-টিকা নিয়েছেন নীতিন গড়করি ও তাঁর স্ত্রী কাঞ্চন গড়করি। প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন তাঁরা। বেঙ্গালুরুতে করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া। দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি থেকে ভারতে শুরু হয়েছিল প্রথম দফার টিকাকরণ। প্রথম দফায় মূলত স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা-যোদ্ধাদের করোনা টিকা দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার থেকে দেশে শুরু হয়েছে দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাচ্ছেন।

পাক পার্লামেন্টের আস্থা ভোটে জয়ী ইমরান খান

ইসলামাবাদ, ৬ মার্চ (হি. স.) : পাক পার্লামেন্টের আস্থা ভোটে জয়ী প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বিরোধীদের বর্জন ও প্রতিবাদের মধ্যেই শনিবার এই ভোটের আয়োজন করা হয়েছে। স্পিকার তার ঘোষণায় বলেন, আস্থা ভোটে জয়ী হতে ১৭২ ভোট দরকার পড়লেও ইমরান খান পেয়েছেন ১৭৮টি।

চলতি সপ্তাহে সিনেট নির্বাচনে আলোচিত একটি আসনে দেশটির সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানির কাছে অর্থমন্ত্রী হাফিজ শেখ হেরে যাওয়ার পর ইমরান খান নিজেই জাতীয় পরিষদে এই আস্থা ভোটের ডাক দেন। স্পিকার বলেন, আট বছর আগে প্রধানমন্ত্রী আস্থা ভোটে ১৭৬টি ভোট পেলেও এবার তিনি আরও দুটি বেশি পেয়েছেন।

ফল ঘোষণার পরেই স্পিকার ফ্লোর দেন আমির লিয়াকত নামের এক আইনপ্রণেতাকে। তিনি প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের তারিফ করে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। আরেক আইনপ্রণেতা মাকবুল সিদ্দিকী বলেন, আস্থা ভোটে আপনি জয়ী হয়েছেন। এবার দেশবাসীর মধ্যে আস্থা ফেরানোর সময় এসেছে।

এদিকে আজ ভোট চলাকালে পার্লামেন্টের বাইরে পিটিআই সমর্থকদের ইমরান খানের সমর্থনে স্লোগান দিতে দেখা গেছে।

অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শহীদ খাকান আব্বাসি, আহসান ইকবাল, মুসাদ্দিক মালিক ও খুররাম দস্তগিরসহ পিএমএল-নওয়াজের নেতৃবৃন্দ এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর কঠোর সমালোচনা করেন। আব্বাসি বলেন, সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী আস্থা ভোটের আহ্বান জানাতে পারেন না। এই ক্ষমতা একমাত্র প্রেসিডেন্টের, যদি তিনি মনে করেন প্রধানমন্ত্রী আইনপ্রণেতাদের আস্থা হারিয়েছেন, তবে তিনি ভোটের আয়োজন করতে পারেন।

অসুস্থ সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর আনা হল মুম্বইয়ে

মুম্বই, ৬ মার্চ (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে আনা হল মুম্বইয়ে।প্রবল শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ায় শনিবার এয়ারলিফ করে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁকে কোকিলাবেন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে বলে খবর। একমাসের মধ্যেই এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাসপাতালে ভরতি করা হল বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে। মধ্যপ্রদেশের এই বিজেপি সাংসদের অফিস সূত্রে জানানো হয়েছে, শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হওয়ার কারণে সাংসদকে এয়ারলিফ করে মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সেখানে তাঁকে কোকিলাবেন হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে বলে খবর। এর আগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি বুকে ব্যথা এবং এই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণেই দিল্লির এইমস হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল প্রজ্ঞা সিংকে। একটি আলাদা ওয়ার্ডে রেখেই তাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। তত্ত্বাবধানে ছিলেন চিকিৎসক রণদীপ গুলেরিয়া। গত ডিসেম্বরেও বিশেষ আদালতে মালেগাঁও বিস্ফোরণের শুনানি আগের দিন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলেন।

অনুপ্রবেশের ছক বানচাল রাজস্থানে বিএসএফ-এর গুলিতে নিহত পাক নাগরিক

জয়পুর, ৬ মার্চ (হি.স.): আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে পাকিস্তানি নাগরিকের অনুপ্রবেশের ছক ভেস্তে দিল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার রাতে রাজস্থানে, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন পাক নাগরিক। শ্রী গঙ্গানগর-বিকানের বেল্টের অনুপগড় এলাকার ঘটনা। বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ শ্রী গঙ্গানগর-বিকানের বেল্টের অনুপগড় এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে বিএসএফ জওয়ানদের।

সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা চ্যালেঞ্জ জানালে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ওই পাক নাগরিক। তৎক্ষণাৎ বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান, মৃত্যু হয় ওই পাকিস্তানি অনুপ্রবেশকারীর। স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ওই পাক নাগরিকের দেহ। পরে ওই এলাকায় তল্লাশিও চালানো হয়। সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর, গেটে তালা বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীদের, মহাজোট ভাঙার ইঙ্গিত সিদ্দেকের

শিলচর (অসম), ৬ মার্চ (হি.স.) : অসমে কংগ্রেস-এআইইউডিএফ মহাজোট এবং আসন বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বরাক কংগ্রেসের সাংগঠনিক পর্যায়ে। অসম প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা, গৌরব গগৈদের একতরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন শিলচরের কংগ্রেস কর্মীরা। দলীয় প্রার্থী মনোনয়ন ও এআইইউডিএফ-এর জন্য ছয়টি আসন ছেড়ে দেওয়ায় বরাকের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মতামত নেওয়া হয়নি। সম্পূর্ণ হিটলারি মনোভাব পোষণ করে বরাকের নেতা কর্মীদের ভাবাবেগকে পাত্তা না দিয়ে রিপুন বরা, গৌরব গগৈদের আধিপত্য বাস্তবায়নের চিত্র সামনে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় দলীয় কর্মী ও নেতারা। ইতিমধ্যে প্রদেশ নেতৃত্বের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ ও এআইইউডিএফ-এর কাছে কংগ্রেসকে বিক্রি করার অভিযোগ তুলে বরাকে দলের প্রভাবশালী নেত্রী তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব দল থেকে পদত্যাগ করেছেন।

আজ শনিবার বেলা একটা নাগাদ সুস্মিতা দেব সমর্থক শতাধিক নেতা ও কর্মী প্রদেশ কংগ্রেসের একগুঁয়েমি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শিলচর জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে ব্যাপক ভাঙচুর চালিয়েছেন। তাঁরা কংগ্রেস কার্যালয়ের দেওয়ালে সাঁটা 'উগ্র-আঞ্চলিকতাবাদী' একাংশ নেতার ফটো, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি ছিঁড়ে মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলেন। গণক্ষোভের বহিঃপ্রকাশের আদলে কংগ্রেস কার্যালয়ে তাণ্ডবলীলা চালান বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসিরা। এমন-কি, বিক্ষুব্ধরা জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ের সদর গেটে তালা ঝুলিয়ে দিতে পিছপা। টানা দু-ঘণ্টা ধরে ইন্দিরা ববনে ভাঙচুর চালিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা, সাংসদ গৌরব গগৈদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। 'রিপুন বরা' মুর্দাবাদ, সুস্মিতা দেব জিন্দাবাদ ধ্বনী দিয়ে উত্তাল করে তোলা কংগ্রেসের জেলা সদর দফতর চত্বর। নির্বাচনের প্রাক্কালে অসম কংগ্রসের এ ধরনের চিত্র প্রস্ফুটিত হওয়ায় রাজ্যের রাজনৈতিক চিত্রপটে বিস্তর পরিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠছে। ইতিমধ্যে 'প্রয়োজনে এআইইউডিএফ-এর সঙ্গে কংগ্রেসের আঁতাত ছিন্ন হতে পারে' বলে এক বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে কংগ্রেসের প্রবল দাবিদার প্রাক্তন মন্ত্রী তথা দলের হেভিওয়েট নেতা সিদ্দেক আহমেদ।

jagarantripura
নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।